CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 August, 2024 ■ আগরতলা ৭ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২২ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক, সংসদে বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের অবস্থা এবং ভারতে বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে দিল্লিতে। গতকালই এক দফা বৈঠক সারলেন কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি র নেতৃত্বে এই বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী সহ শীর্ষ নেতৃত্বরা এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গতকালই বাংলাদেশ ছেড়ে দিল্লিতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। কিন্তু মঙ্গলবারে বৈঠক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিনের বৈঠক ছিল সর্বদলীয়। বৈঠক ডেকেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তবে এই দিনের বৈঠকেও কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সংসদে উপস্থিত সব দলের প্রতিনিধি ছিলেন। জয়শঙ্কর ওই বৈঠকে জানিয়েছেন, হাসিনা

আপাতত দিল্লিতে রয়েছেন। তিনি জরুরি ভিত্তিতে ভারতে সাময়িক আশ্রয় চেয়েছিলেন। হাসিনা বর্তমানে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বলেও বৈঠকে জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। সেই কারণে আপাতত ভারত সরকার তাঁকে কিছুটা সময় দিয়েছে। এর পর তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, ভারতকে জানাবেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী, ভারত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে এর পর সংসদের উভয়কক্ষে ভাষণ দিয়েছেন জয়শঙ্কর। সেখানেও একই কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, বাংলাদেশে অন্তত ১৯ হাজার ভারতীয় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার পড়ুয়া। যাঁদের অনেকেই গত মাসে দেশে ফিরে এসেছেন। বাকিদের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীকেও সতর্ক করেছে সরকার। তাদের প্রস্তুত থাকতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত, মুক্ত খাদেলা জিয়া

অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান মহঃ ইউনুস !

মনির হোসেন

ঢাকা, ৬ আগস্ট ।। বাংলাদেশে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের রূপরেখা দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদের ফেসবুকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন আন্দোলনের সমন্বয়করা।

ভিডিও বার্তায় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের রূপরেখা দিতে আমরা ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলাম। কিন্তু জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় এখনই রূপরেখা ঘোষণা করছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। তার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তিনি দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছেন। এ সমন্বয়ক আরও বলেন, আমরা সকালের মধ্যে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দেখতে চাই। রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ থাকবে ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হোক। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাকি সদস্যদের নামও আমরা ঘোষণা করব।

এর আগে সারা দেশে সহিংসতা এবং লুটপাট রোধে ওয়ার্ডভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা কমিটি গঠনের আহ্বান জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ।সোমবার দিবাগত রাত দেড়টায় তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ আহ্বান জানান।

আসিফ মাহমুদ বলেন, সারা বাংলাদেশে স্ব-উদ্যোগে ওয়ার্ডভিত্তিক 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লির সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথাবার্তা হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লির সাথে প্রতিনিয়ত কথাবার্তা হচ্ছে। যখন যা নির্দেশ আসবে সে অনুযায়ী কাজ করা হবে। আজ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি, মুখ্যসচিব, বিএসএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশককে সীমান্তে কঠোর নজরদারি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, সীমান্তে কড়া

নজরদারি রাখা হচ্ছে। এ মুহূর্তে কেউ সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে পারবে না। মুখ্যসচিব, বিএসএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশককে সমস্যা হলে একসাথে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, আগস্ট: বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লির সাথে প্রতিনিয়ত কথাবার্তা হচ্ছে। যখন যা নির্দেশ আসবে সে অনুযায়ী কাজ করা হবে।

হাসিনার ভিসা বাতিল করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.)।। শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। এর প্রভাব তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পড়বে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে।

আমেরিকা কেন তাঁর ভিসা বাতিল করল, এর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছে, আমেরিকার ইন্ধনেই গদিচ্যুত হয়েছেন হাসিনা। তবে ভিসা বাতিলের বিষয়টি যে হাসিনার রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভাব মারাত্মক।

আমেরিকা শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করায় মার্কিন-দোসর বাকি পশ্চিমী দেশগুলিও সেই পথেই হাঁটবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, সেক্ষেত্রে হাসিনা রাশিয়া, বেলারুশ বা পশ্চিম এশিয়ার কোনও দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে পারেন। প্রসঙ্গত, গদিচ্যুত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছেন মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা। আপাতত দিল্লির সেফ হাউসে রয়েছেন তিনি। কথা ছিল এখান থেকে ব্রিটেনে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু এখানেই বিপত্তি।

বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কারনে ভারতীয় বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কারণে ভারতীয় বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে আজ সকাল থেকে আখাউড়া সলবন্দর দিয়ে বহু ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরলেন।

আগত এক ভারতীয় নাগরিক জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে সেনাবাহিনীর জওয়ান মোতায়েন রয়েছে। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে বলে অনেকে দাবি করছেন। তাছাড়া, আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনরকম অসুবিধা হয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা।

এক ভারতীয় নাগরিক বলেন, বাংলাদেশের চলমান অস্থিরতা কারণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সংগঠনকে দেশের মধ্যে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য রাজদীপ

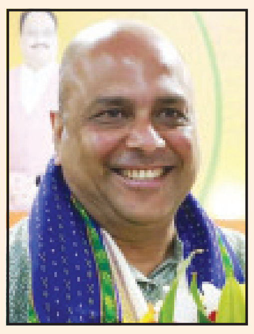

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। ত্রিপুরা রাজ্য ও সংগঠনকে মজবুত করে ভারতের মধ্যে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়া আমার মূল লক্ষ্য। মঙ্গলবার বিকেলে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন নবনিযুক্ত প্রভারি ডাক্তার রাজদীপ রায়। এদিনের সম্মেলনে প্রভারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির নতুন প্রভারি পদে নিযুক্তি পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ডাক্তার রাজদীপ রায়। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে প্রভারী রাজদীপ রায় বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে এবং সংগঠনকে মজবুত করে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়া উনার মূল লক্ষ্য থাকবে।

এদিন প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভারে ছাড়াও প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নিযুক্তি পেয়ে গতকাল রাজ্যে এসে পৌঁছেছিলেন নবনিযুক্ত প্রভারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুতের কেবল লাই সম্প্রসারনের পরিকল্পনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে মাটির নীচে দিয়ে ক্যাবল লাইন সম্প্রসারনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানী আগরতলায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে। আজ আগরতলার ৭৯ টিলাস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের সামগ্রিক যোগান ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হন এবং তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন।

স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারটি প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণকারী সংস্থার উপর নজরদারির মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করছে। সাইবার সুরক্ষার নিয়মাবলীগুলি পূরণ করায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের

স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারকে আইএসও সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। যা রাজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে সরকার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যেসব জায়গায় পুরাতন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার রয়েছে তা পরিবর্তনের জন্যও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তি হিসাবে সৌরশক্তির ব্যবহারেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর আক্রমনের ঘটনা ঘটছে, যা কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়। মুখ্যমন্ত্রীর স্টেট লোড ডেসপ্যাচ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল ব্রিজ থেকে ছিটকে পরে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ আগস্ট ।। মঙ্গলবার উদয়পুর মহকুমা শালগড়া রেল ব্রিজের কাজ করতে গিয়ে ছিটকে পড়ে বহির রাজ্যের এক শ্রমিক। এই ঘটনা দেখে অন্যান্য শ্রমিকরা গোমতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই শ্রমিককে উদ্ধার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।

ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি গাড়ি ছুটে যায় শালগরা রেল ব্রিজ এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে নদীতে পড়ে যাওয়া শ্রমিককে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৬ আগস্ট ।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘিরে ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সীমান্তে চলছে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রধানমন্ত্রীত্ব পথ থেকে ইস্তফা প্রদান করেন। শুরু হয় আন্দোলনকারীদের জয়ের উল্লাস, তৎসঙ্গে সরকারি সম্পদ নষ্ট করা ও হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন।

এ পরিস্থিতি যাতে কোন রকম অবৈধ অনুপ্রবেশ না হয় সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। ভারত বাংলা মৈত্রী সেতুর উপরেও দেখা যায় আজ এক ভিন্ন চিত্র। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটতো সেখানে আজ সন্ধ্যায় ভ্রমণকারীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।

মৈত্রী সেতুর উপর দেওয়া হয়েছে কাঁটাতারের আনুমানিক ৫-৭ লেয়ারের ব্যারিকেট। অতন্দ্র প্রহরীর মত বিএসএফ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

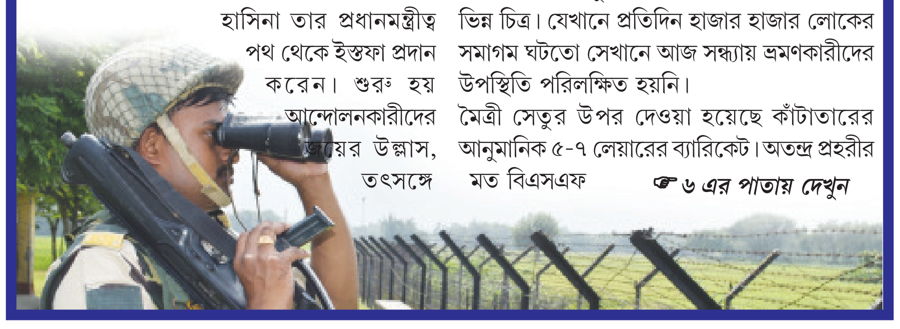

মজুরি বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে সরব বিদ্যুৎ নিগম কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের সময় ধার্য করা, মজুরি বৃদ্ধি করা একাধিক দাবিতে আবারো সরব হয়েছেন ভিশন প্লাসের অধীন বিদ্যুৎ কর্মীরা। আজ তাঁরা বিদ্যুৎ ভবনের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনলও সামিল হয়েছেন। জনৈক বিদ্যুৎ কর্মী জানিয়েছেন, গত তিন বছর যাবৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা ভিশন প্লাসের অধীনে প্রায় দেড়শ জন লাইনম্যান ও গাড়ির চালক কাজে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎ দফতর থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশম পরীক্ষায় বিদ্যাজোতি স্কুলে পাশের হার বেড়ে হয়েছে ৮৭ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। গতকাল কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দশম শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের পাশের ৮৭ শতাংশ। বেড়ে দাড়িয়েছে।

গতকাল কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দশম শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে প্রায় ৮২ সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পভুক্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলোর দশম মানের পরীক্ষার সামগ্রিক পাসের হার ৬০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭-এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক পাশের হার ২৭ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ১০০টি সিবিএসি-অধিভুক্ত সরকারি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে ৭৫৪১ জন পরীক্ষার্থী সিবিএসি পরিচালিত দশম শ্রেণির পর্ষদ পরীক্ষা- ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে পাশ করেছে ৬৫৫৫ জন পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ সামগ্রিক পাশের হার দাঁড়াল ৮৭ শতাংশ। ৭ টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ১০০ পাসের হার অর্জন করেছে। স্কুলগুলো হচ্ছে বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়, মহারাণী তুলসীবতী গার্লস এইচএস স্কুল, বীরচন্দ্র মনু এসএসভি এইচএস স্কুল, মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল, চন্দ্রপুর কলোনী এইচ এস স্কুল এবং বাইখোরা ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুল। এছাড়া ৬০টি স্কুলে ৯০-এর বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে এবং অন্য ২১ টি স্কুলে পাসের হার হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে।

দশম মানের পর্ষদ পরীক্ষার ফলাফলে চোখে পড়ার মতো এই উন্নতি সাধনের জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষাদের ঐকান্তিক ভূমিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন ক্রমাগত রিমেডিয়াল ক্লাস, বিগত বছরগুলোর সিবিএসি প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে অধ্যায়-ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং এই রিমেডিয়াল ক্লাসের সময় এই দপ্তরের আধিকারিকদের নিরবচ্ছিন্ন পরিদর্শন, এই সাফল্যের পেছনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে বলে দপ্তর বিশ্বাস করে। প্রসঙ্গত গত ২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়কের পোস্টে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট ।। বিশালগড়ের বিধায়ক তথা যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেবের বিস্ফোরক পোস্ট ঘিরে রাজ্য জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও তোলপাড় শুরু হয়েছে।

আজ সামাজিক মাধ্যমে সুশান্ত দেব নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেন, বিশালগড়ে বিধায়ক গৌতম প্রসাদ দত্তের খুন হয়েছে। এই বিশালগড়েই বিধায়ক পরিমল সাহার খুন হয়েছে। কিন্তু তাদের মায়ের চোখের জলের সম্মান দেওয়া হয়নি। তিনি আরও লিখেন, আমি আমার প্রাণের গোটা বিশালগড়বাসীর কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব আগামীদিনে বিশালগড়ে যদি বিধায়ক সুশান্ত দেবের কিছু হয় আমার মায়ের চোখের জলের যেন সম্মান দেওয়া হয়।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫০ ▫ ৭ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ২২ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

য়াহাসিনার পাশেই ভারত

পদচ্যুত শেখ হাসিনার পাশেই ভারত। তাঁকে স্বাগত জানাইয়াছে ভারত। ভারতে পৌঁছিয়াই ব্রিটেনের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চান শেখ হাসিনা। তবে তাঁহার ভারতে আসা বা থাকা নিয়া কেন্দ্রের কোনও আপত্তি নাই। যদিও এর পরেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত ভারতের গোপন আশঙ্কাই কি সত্যি হইতে চলিয়াছে? কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছদ্মবেশে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া ঘুরপথে সরকারের দখল নেওয়াই মূল লক্ষ্য ছিল কি না, তাহা নিয়াও আলোচনা চলিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষমহলে।বাংলাদেশের ঘটনা পরম্পরা থেকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের অনুমান, একটি নিখুঁত প্লট নির্মাণ করিয়াই হাসিনাকে সরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার চালক সেনাবাহিনী। নেপথ্যে পাকিস্তান। সামনে অন্তর্বর্তী সরকার। যাহা কার্যত

হইতে চলিয়াছে জামাত ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন 'পুতুল' সরকার। তাহাতেই বাড়িয়াছে শঙ্কা। জামাত, বিএনপি, সেনা এবং প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানের এই জোটের অর্থই হইল, চরম ভারত বিরোধিতার সূত্রপাত। কীভাবে সেই পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করা যায়, ইতিমধ্যে সেই প্রস্তুতি নিতেছে ভারত সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করিয়া এনিয়া বিস্তারিত তথ্য দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাহার পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অজিত দোভাল দেখা করেন মোদির সঙ্গে। জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল গান্ধীও। সংসদে বাংলাদেশ নিয়া বিবৃতি দেন জয়শঙ্কর। প্রতিবেশী দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখিয়া সীমান্তজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হইয়াছে। যে কোনও মুহূর্তে উদ্বাস্তু স্রোত আসিতে পারে বলিয়া সতর্ক করা

হইয়াছে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় এবং ত্রিপুরাকে। মেঘালয় সীমান্তে সোমবার রাতে জারি করা হয় নাইট কার্ফু। সূত্রে খবর, অনির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিবে না ভারত।আন্দোলনকারীদের ভারত বিরোধী মনোভাব নিয়াও উদ্বিগ্ন মোদি সরকার। ২০১০ সালে ঢাকার ধানমন্ডিতে স্থাপিত ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নিজস্ব বিভাগ ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারেও আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারকে হিন্দু ও ভারতীয়দের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার বিষয়টি কড়াভাবে জানানো হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। সব মিলাইয়া সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় নিতে চলিয়াছে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকেও বিষয়টি নিয়া বিস্তারিত আলোচনা

হইয়াছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়া ভারতের শাসক বিরোধী উভয় পক্ষই সহমতের ভিত্তিতে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রস্তুত। আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ইতিপূর্বেও কোন ধরনের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়নি, বর্তমানেও একই অবস্থান পরিলক্ষিত হইতেছে। এটি ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহ্য বলা যাইতেই পারে।

মঙ্গলে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণের জেলাগুলিতে, সতর্কতা জারি উত্তরেও

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার বাংলার প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টি হতে পারে একাধিক জেলায়। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। হাওয়া অফিস সূত্রে এও খবর, মঙ্গলবার বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে দক্ষিণের জেলাগুলিতে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবারে উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মালদহ ও দুই দিনাজপুরে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বন্ধ ভারত-বাংলাদেশ রেল পরিষেবা, বুধেও বাতিল মৈত্রী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): আপাতত বন্ধই থাকছে ভারত-বাংলাদেশের সংযোগকারী গণ-পরিবহন। রেল সূত্রে খবর, মঙ্গলবারও বন্ধ থাকবে ভারত-বাংলাদেশ রেল পরিষেবা। পাশাপাশি বুধেও যে কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে, তা আগেভাগেই পূর্ব রেলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাস থেকে সংরক্ষণ বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। প্রাথমিকভাবে ছাত্র আন্দোলন বলে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন সর্বাত্মক আকার নেয়। সেই আন্দোলনের আবহে সোমবার বাংলাদেশে আওয়ামী লিগ সরকারের পতন হয়। দেশ ছাড়তে হয় শেখ হাসিনাকে। সেই আন্দোলনেরই প্রভাব পড়েছে দুই দেশের সংযোগকারী রেল পরিষেবায়।

ভুটানে লাঠিখেলা প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপোর পদক জয় বাংলার শ্রীজিতের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): গোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ অলিম্পিকের দিকে। অলিম্পিক চলাকালীনই আরেকটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া (লাঠিখেলা)-র আসর বসেছিল ভুটানের থিম্পুতে। সেখানেই, বিদেশের মাটিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন বাংলার শ্রীজিৎ পাল। লাঠিখেলা প্রতিযোগিতায় দুটি সোনা ও একটি রুপোর পদক জয় করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করলেন এই রাজ্যের ক্রীড়াবিদ শ্রীজিৎ।

জানা গেছে, ৪-৫ আগস্ট ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হয় সাউথ এশিয়ান লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা। যার পোশাকি নাম সাউথ এশিয়ান ট্র্যাডিশনাল লাঠি চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই প্রতিযোগিতাতেই দুটি সোনা ও একটি রুপোর পদক জয় করেছেন শ্রীজিৎ। উল্লেখ্য, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই মার্শাল আর্ট (লাঠি খেলা) প্রদর্শন প্রতিযোগিতায়।

আগামী কয়েকদিন দেশের একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): আগামী দু-তিনদিন উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে মঙ্গলবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ১০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে।

পাশাপাশি, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানা গেছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে আগামী দু"দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এছাড়াও হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে সপ্তাহব্যাপী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ু, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি হবে বলে জানা গেছে।

দেশে দেশে জনতা জনার্দনই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুখে দিচ্ছে

নিত্যানন্দ ঘোষ

এক বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান যেভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছিল তা আপাতত কিছুটা এর স্তিমিত। বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ও নির্বাচনী ফলাফল বেরনোর পর। ভারতবর্ষের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের পরে ওই দুই রাষ্ট্রে নির্বাচন হয়েছে। ভারতবর্ষের মা বামপন্থীরা দেশে বা বিশ্বে এই দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানকে বলছেন নয়া ফ্যাসিবাদ বা নিও ফ্যাসিজম। কেবল দক্ষিণপন্থী নয়, এই নয়া ফ্যাসিবাদ অতি দক্ষিণপন্থীরই সমার্থক। বিশেষজ্ঞ ও বামপন্থীরা অন্তত অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিকেই নয়া ফ্যাসিবাদ বলে - চিহ্নিত করছেন। ভারতবর্ষে ৪ জুন, ২০২৪- " এ সাধারণ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিজয়রথ ২৪০-এ জনতা জনার্দন থামিয়ে দিয়েছে দেখা গেল। সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে ৩২টা নয় কম। তৃতীয়বারের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) কেন্দ্রে এর ক্ষমতায় পৌঁছলেও বিজেপিকে শরিকদের এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আগের দু'বার ২০১৪ ও ২০১৯-এ তাদের যথেষ্ট গরিষ্ঠতা থাকার কারণে এনডিএ জোট শরিকদের অগ্রাহ্য করত। এবারে (২০২৪-এ) তারা নর ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা খেলেও তাদের মধ্যে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বহাল তবিয়তেই আছে। ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন জনতার ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছুটা ব্যাক গিয়ারে ঠিক। সেই সময় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে - পরপর দেখা গেল জাতিবিদ্বেষী অতি দক্ষিণ- না পন্থীদের ভালো মাত্রায় উপস্থিতি। জার্মানিতে এএফডি, ফ্রান্সে আরএনএ, "রুলিং ব্রাদার্স অব ইতালি" এবং এইরকমই অন্যান্য অতি দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি জুন মাসের গোড়ায় ইউরোপীয় নির্বাচনে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিশাল মাত্রায় এগিয়ে যায়। ফ্রান্সে এমানুয়েল মাক্রোঁ সরকার (মধ্যপন্থী হিসেবেই যারা পরিচিত) উগ্র জাতীয়তাবাদী অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি বৃদ্ধিকে হিসেবে রেখেই জুনের ৩০ ও জুলাইয়ের ৭ তারিখ জরুরি সংসদীয় নির্বাচনের ডাক দেয়। ইউনাইটেড এর কিংডম (ইউকে) নির্বাচন ৪ জুলাই সংঘটিত হবে বলে আগে থেকেই ঠিক ছিল। ইউকে'তে ১৪ বছর পর লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে কনজা- ই রভেটিভ পার্টিকে ভালই ধাক্কা দিয়েছে। ক্ষমতাসীন ঋষি সুনকের দলের ভরাডুবি না হয়েছে। দেশ দুনিয়া এখন ইংল্যান্ড এবং ব ফ্রান্সের নির্বাচন নিয়ে চর্চারও। ফ্রান্সের নির্বাচনে বিশেষত্ব হল, নিজের হল কেন্দ্রে প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট না পেলে জয়ী বলে গণ্য হবে না। সে কারণেই সে দেশে দুই রাউন্ড নির্বাচন হয়। ৩০ জুন প্রথম রাউন্ডের ফলাফলে দেখা গেল অতি দক্ষিণপন্থী আর এন পার্টি ৭৬টি আসনের মধ্যে ৩৮টি আসনে জিতে বিজয়রথ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংসদের ৫৭৭টি আসনের গু মধ্যে ৫০১টি আসেন দ্বিতীয় (রাউন্ড) ভোটের প্রয়োজন হয়। বামপন্থীরা নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ে দ্বিতীয় অবস্থান এবং ক্ষমতাসীন মধ্যপন্থী জোট এন সেব্বল তৃতীয় অবস্থানে পৌঁছয়। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক বাধ্যবাধ- কতায় কৌশলগত নমনীয়তা এনএফপি ও এনসেব্বল নির্বাচনী বোঝাপড়া করে ফ্যাসি বিরোধী ভোট ভাগ না হওয়া নিশ্চিত করে। এই পর্যায়ে ১৩০ জন এনএফপি প্রার্থী ও ৮২ জন এন সেম্বল প্রার্থীকে প্রত্যাহার করবে বিরোধী ভোট ভাগ না হওয়া নিশ্চিত করে। এই পর্যায়ে ১৩০ জন এনএফপি প্রার্থী ও ৮২ জন এন সেম্বল প্রার্থীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি বিরোধী ভখা অবস্থানকে দৃঢ় করে নির্বাচনী ঘনীভবনে তবে মদত দিতে। এনএফপি সবচেয়ে বৃহৎ শক্তি জনা হয়ে উঠে এসেছে ১৮৮টি আসনে জিতে এক এবং এরপরই মধ্যপন্থী এনসেব্বল ১৬১টি এক সেনে জয়লাভ করেছে। অতি দক্ষিণপন্থী য়ে আর এন দল পেয়েছে ১৪২টি আসন। এনএফপি ও এনসেব্বল এই অবস্থায় ত্রিশঙ্কু সংসদীয় পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করে কন্ত বিশ্ববাসীর নজর এখন সেই দিকেই। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সংসদীয় নির্বাচনের লে ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট যে, জনতার ঐক্যই শেষ কথা।

ভারতবর্ষের অবস্থাটা বিংশ শতাব্দীর ন্দর ত্রিশের দশকের জার্মানির মতো নয় সঠিক। ছি কিন্তু ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির শুফে থেকে বলা হচ্ছে নয়া ফ্যাসিবাদ বা নিও নও ফ্যাসিজম) উত্থান ভারতের ফ্যাসিবাদী কা শক্তিকেও যে ইন্ধন জোগাবে, তা তো বলার চল অপেক্ষা রাখে না। কারণ ২০২০১৪ ও ২০১৯-এ উপর্যুপরি দু'বার ক্ষমতা দখলের সং পর গেরুয়া বাহিনী সামগ্রিক ভাবে দেশকে দখলের বা সর্বস্ব দখলের বাতাবরণ তৈরি ভাল করেছিল। জনতা জনার্দন বিশেষ করে স্থা দলিত, সংখ্যালঘু, সাধারণ কৃষক, মেহনতি ও মধ্যবিত্তরা আপাতত সংঘ বাহিনীর পরিকল্পনায় বাধ সেধেছে সাধারণ নির্বাচনে তাদের রুখে দিয়ে। রাজনীতিকরা সাধারণ মানুষের এই যুথবদ্ধতাকে অস্বীকার করলে বেইমানি করা হবে তাদের সঙ্গে। জনতার ঐক্যে জনতার সখ্যে ফ্যাসিবিরোধীরা যুথবদ্ধ হলে আখেরে তাঁদেরই লাভ। বিংশ শতাব্দীর জার্মানির সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের অমিলটাই বেশি। অর্থনৈতিক না। দিক থেকে বিচার করলে লগ্নিপুঁজির সে দেশে ফ্যাসিবাদ উত্থানের বড় ভূমিকা ছিল। বর্তমানে বিশ্বে এমন কি ভারতবর্ষেও কর্পোরেট পুঁজিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। অ্যাডলফ হিটলারের উত্থানের সময় জার্মানিতে থাইসেন, ক্রুপ, হ্যানিয়েল, ক্রুকনার, স্টিনেস, সিমেন্স ওই দেশের ভূখণ্ডের মাত্র সাত ভাগে শিল্পাঞ্চল বিস্তার ঘটিয়ে ৭২ ভাগ কয়লা, অর্ধেকের অধিক ঢালাই লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করে সমগ্র জার্মানির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে থাইমেন নাৎসি দলে যোগ দেয়, মুসোলিনির সঙ্গে রোমে দেখা করে। নাৎসিবাদ তখনও জার্মানিতে বিস্তার লাভ করেনি। তাইসেন ছিল নাৎসি দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মহাজন। সময়টা ছিল ১৯২৩ সাল। এহেন ব্যক্তির সঙ্গেই হিটলারের যোগাযোগ হয় আরও ছয় বছর পরে। থাইসেন নিজের স্টিল ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ডুসেলডর্ফ-এ ৩০০ শিল্পপতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায় ১৯২৯ সালে। আরও পরে থাইসেন ২০০০ শিল্পপতির সঙ্গে হিটলারের পরিচয় ঘটায়। সে নাৎসি নির্বাচনী তহবিলেও নিয়মিত চাঁদা দিত। যখন সবাই বুঝে গিয়েছে যে ১৯৩৩ সালে হিটলারের পরাজয় আসন্ন, সেই সময়ও হিটলারকে সে অর্থ সাহায্য করেছে। নানাভাবে চক্রান্ত ও কৌশল করে নাৎসিরা ক্ষমতায় এলে কয়লা ও ইস্পাতের একচ্ছত্র অধিপতি থাইসেনকে স্বরাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত করা হয়। ইহুদি ও ক্যাথলিন লগ্নিকারীদের নতুন পরিচালক মণ্ডলী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষমতা কেন্দ্রে থাইসেন অবিসংবাদী হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে গেরুয়া বাহিনীর শাসক প্রধানের ঘনিষ্ঠ একজন শিল্পপতি আছেন যাঁকে নানাভাবে দেশের সম্পদ হস্তগত করার সুযোগ করে দেওয়া হলেও শাসন ব্যবস্থায় থাইসেনের মতো নেওয়া হয়নি। তবে তিনি ২০১৪ সালে গেরুয়া বাহিনীর ক্ষমতা দখলে বিপুল অর্থ সাহায্য করেছেন যা এক দশক পরে তিনি সুদে আসলের অনেক বেশি উশুল করে নিয়েছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও তাঁকে লগ্নি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। গৌতম আদানির কথাই বলা হচ্ছে। তিনি নরেন্দ্র দামোদার- দাস মোদির (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উড়ানক্ষেত্রের ভেতরে বাইরে তাঁর জিম্মেদারি চলছে। গুজরাতে সমস্ত গ্যাসের সরবরাহের বরাত তাঁর ওপরই ন্যস্ত হয়েছে। কচ্ছ জেলার মুদ্রা বন্দর (পোর্ট) আদানিকে দেওয়া হয় ২০০৫ সালে, যা াদানি পোর্টের অন্তর্গত হয়, সেজ (স্পেশাল ইকনমিক জোন) গড়ে তোলার জন্য। রাজ্যের রাজস্ব দফতর ২০০৫ সালে ২৩১ একর চারণভূমি আদানি পোর্টের জন্য বিলিবণ্টন করে, যা নাভিনাল গ্রামের বাসিন্দাদের নজরে আসে ২০১০ সালে। আদানি পোর্ট এবং সেজস সংক্ষেপে এপিসেজ) গোচারণ হোক। এটি হওয়ার দেশে দেশে শক্তির গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুলতে প্রয়াস ভারতবর্ষ ও বাংলা (পড়েনি। প্যারিসে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, রলা প্রমুখ বিশিষ্ট ফ্যাসিবাদ- বিরোধী বারবুস সম্মেলনের অ্যাপিল টু দ্য ফ্রিড এক আবেদনপত্রের ঠাকুরের কাছে জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছিলেন। ধরে সারা দেশে দিবস পালন সহ কার্যকলাপ শুরু হল। নেতৃত্বে জাতীয় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় থাকার ভূমিকা নিল। ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ লিমিটেড ভূমিতে বেড়া গ্রামবাসীরা দেখেন দিতে শুরু করে দিলে পড়ে আছে। এরপর হয়। গ্রামবাসীদের আদানির বিরুদ্ধে হয়েছে আদালতের ফিরিয়ে দিতে। ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে দ্রুত গ্রামবাসীদের বলেছে। বাম মাত্র ৪৫ একর চারণভূমি জনস্বার্থ মামলা দায়ের ১৩ বছরের আন্দোলনে গুজরাত সরকার বাধ্য রায়ে ১০৮ হেক্টর জমি গুজরাত উচ্চ আদালতের গুজরাত রাজ্য সরকারকে মীমাংসা সূত্রে পৌঁছে গোচারণভূমি ফিরিয়ে দিতে গণতান্ত্রিক জোটের কেরল সরকারও আদানিকে আধুনিকীকরণ সহ ওই রাজ্যে পোর্টের বিস্তারের যে অনুমতি দিয়েছে, তাতে কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর জীবিকা সংকটে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আদানির হাতে পোর্ট তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্যই কলকাতা পোর্টের কথাই বলা হচ্ছে। এরকম বহু ক্ষেত্র আদানির হাতে তুলে দেওয়া হলেও তাঁরই মতো আরও বেশ কিছু কর্পোরেট হাউস আছে, যারা শাসক দল ঘনিষ্ঠ। অনিল আম্বানির (আম্বানি গ্রুপ) গ্রুপ (এক্ষেত্রে রিলায়েন্স), টাটার গ্রুপ সহ অন্যান্য একচেটিয়া অর্থনৈতিক সংস্থা বা শিল্প সংস্থা। এখানে প্রতিযোগিতাটা তীব্র। মাল্টি পোলার ওয়ার্ল্ড (বহু মেরুকৃত বিশ্ব)-এ প্রতিযোগি তাও বহুমুখী। তাছাড়া আছে আঞ্চলিক বুর্জোয়া যারা অঞ্চল ভেদে শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে তাদেরও টিকে থাকতে হয়। সুতরাং পুঁজির বহুমুখী চলনের জন্য বর্তমান পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার অর্থনৈতিক ভিত্তি এত সহজে কাজে দেবে না। ভারতবর্ষের ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে অন্তত সেই চিত্রই ধরা পড়েছে গেরুয়া বাহিনী দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ায়। ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদী শক্তি এবারকার নির্বাচনে ধাক্কা খেলেও বিপদটা থেকে গিয়েছে। জোড়াতালি দেওয়া ইনডি জোট ভবিষ্যতে গেরুয়া বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে কতটা যুথবদ্ধতা, অখণ্ডতা ও আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকবে তার উপর নির্ভর করবে ফ্যাসিবাদ মোকাবিলা করা। এটিও ঘটনা, জনতা জনার্দন এবং বৈচিত্রে ভরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে একমুখী বা এক কেন্দ্রীক করাটাও কোনও শক্তির পক্ষে সহজ হবে না। সহজাত প্রক্রিয়াতেই সাধারণ মানুষ তা প্রতিহত করবেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রগতি সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা দেশেই হোক বা আন্তর্জাতিক আঙিনায় হোক। এটি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উত্থান। পৃথিবীর খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদ- বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াস রাখলেন যার থেকে ভারতবর্ষ ও বাংলা (অবশ্যই যুক্তবঙ্গ) বাদ পড়েনি। প্যারিসে ১৯২৭ সালে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাই, অঁরি বারবুস, রোমা রঁলা প্রমুখ বিশিষ্ট মানবতাবাদীদের আহ্বানে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন বসেছিল। বারবুস সম্মেলনের ঠিক আগেই 'অন্যান অ্যাপিল টু দ্য ফ্রিড স্পিরিট' শিরোনামের এক আবেদনপত্রে কপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠালেন। সহমর্মিতা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ওই আবেদনপত্রকে ধরে সারা দেশে শবা সংগঠন, যুদ্ধবিরোধী দিবস পালন সহ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নানান কার্যকলাপ শুরু হল। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসও ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিবাদ বিরোধীতায় সামনের সারিতে থাকার ভূমিকা নিল।

ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি প্রবল রূপ নিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ১৯৩৫ সালে যুক্তফ্রন্ট নীতি গ্রহণ করল। উদ্দেশ্য ছিল সারা পৃথিবীব্যাপী জনশক্তির উপর ভিত্তি করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা। রোমা রঁলা, ম্যাক্সিম গোর্কি ও বারবুস একই বছরে প্রগতিবাদী লেখক সম্মেলন সংগঠিত করলেন প্যারিসে। অন্যান্য বক্তাও পৃষ্ঠপোশকদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে মালরো, টমাস মান, ওয়ালডো ফ্রাঙ্ক, আঁদ্রে জিদ, ই এম ফর্স্টার, অলডাস হাকস্রে, জুলিয়ান বেন্ডা, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্রচি প্রমুখ। এঁরা সকলেই ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিপদ বা ফ্যাসিবাদ ভীতি নিয়ে সরব হলেন। উদাত্ত স্রষ্টাদের বাস্তবতা নৈতিক দায়িত্ব ও গণ সংযোগের বিষয়ে সচেতন হতে বলা হল। ওই সম্মেলনেই 'দি ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাসেসিয়েশন ফর দ্য ডিফেন্স অব কালচার এগেনস্ট প্যাসিজম' প্রতিষ্ঠা করা হল। স্মর্তব্য, ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিটলার রাইনল্যান্ডে সেনাবাহিনী পাঠাল। মে মাসে মুসোলিনি অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করল এবং জুলাইয়ে ফ্রাঙ্কো সেজনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তৈরি হল "ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড"। শিল্পী- ডি সাহিত্যিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রিগেডে যোগ স দিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত হলেন তে ইংল্যান্ডের ভাস্কর ফেলিসিয়া ব্রাউন, লেখক যালফফক্স ও ক্রিস্টোফার কডওয়েল। ফ্যাসিস্টদের হাতে মারা গেলেন স্পেনের বিখ্যাত কবি লরকা। শান্তির সবপক্ষে ও ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধে গঠিত হল নানান সংগঠন। স্পেনের সমর্থনে পল রোবসনও বেতারবার্তা পাঠিয়েছিলেন আয়োজিত বিশাল সমাবেশে। লন্ডনে ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষেও গঠিত হল প্রগতি লেখক সংঘ। লখনউতে (১৯৩৬) সালে সংগঠন গঠিত হওয়ার পর বাংলাতেও শাখা তৈরি হল। সংঘ ১৯৩৭ সালে "প্রগতি" নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন মুখোপা- ধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায়। মুখবন্ধ লিখেচিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ। প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভা লখনউতে বসেছিল ১০ এপ্রিল ১৯৩৬ সালে, সেই সময় লখনউতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুশীলন করার জন্য কমিউনিস্ট উদ্যোগ ছিল প্রথম থেকেই এবং অ-কমিউ- নিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করাও ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সরোজিনী নাইডু সংঘের সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। সভাপতিত্ব করেছিলেন মুন্সী প্রেমচাঁদ। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু লখনউয়ের অধিবেশনে মঞ্চ থেকেই সমাজবাদকে সমর্থন জানান। সজ্জাদ জহীর, হীরেন মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ, কাইফি আজমি প্রমুখ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবর্গ ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে তোলার মাধ্যমেই তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের সূচনা। নানাভাবে এগিয়ে চলে সেই আন্দোলন। ঢাকার রাজপথে প্রগতি আন্দোলনের লেখক সোমেন চন্দ্রের নিহত হওয়া ফ্যাসিবাদ- বিরোধী লড়াইয়ে অন্য মাত্রাও যোগ করে। এবং বঙ্গে তো বটেই ভারতবর্ষেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনিই হলেন প্রথম শহিদ। ঘটনা চল্লিশের দশকে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিও তখন আন্দোলনের মেজাজে শ্রমিক- কৃষক, মেহনীত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষে বহু সংগঠন নানান স্তরে বহু ধরনের আন্দোলন গড়ে তুললেও কমিউনিস্ট আন্দোলন কমজোরি হয়েছে। ফলে বামেদের একার পক্ষে সংঘ (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএস) ঘনিষ্ঠ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে রোখা সম্ভব নয়। তাছাড়া শত্রু-মিত্র বাছাইয়েও বামেদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি বামেদের স্বাভাবিক মিত্র। এর সঙ্গেই আছে দলিত ও জাতি উপজাতিরা এবং সংখ্যালঘুরা। যুক্তফ্রন্টের ভাবনা আজও সমানভাবে বজায় থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালিপুরা আয়ারাম-গয়ারাম হবে জানা কথা। নুযনতম মূল্যবোধে এই সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বামেরা সব মিলিয়ে লোকসভায় ২০২৪-এর নির্বাচনে জিতেছেন ৯ জন (সিপিআইএম ৪, সিপিআই ২. সিপিআইএমএল লিবারেশন ২ এবং আরএসপি ১)। এর সঙ্গে তামিলনা- ডুতে দলিতদের সংগঠন গড়ে তোলা ভিসিকে দল এবারের নির্বাচনে ২ জন সাংসদ জেতাতে পেরেছে। এঁরাও ইনডি জোটের শরিক। যে উত্তরপ্রদেশ দলিতদের গড় হিসাবে পরিচিত- কাঁসিরাম যিনি বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) গড়ে তুলে ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত উত্থানের মূল কাণ্ডারি ছিলেন, সেই দল এখন মায়াবতী দ্বারা পরিচালিত। কাঁসিরাম প্রয়াত বহু আগে। এই প্রথম ৯ শতাংশ ভোট মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি উত্তরপ্রদেশে পেলেও কোনও আসনে জিততে ব্যর্থ হয়েছে। সেই জায়গায় ভীম আর্মি পার্টির (এটিও দলিত সংগঠন) নেতা চন্দ্রশেখর আজাদের উত্থান দলিত আন্দোলনে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। জাট ভোট যা ছিল বিএসপি'র একচ্ছত্র তা বর্তমানে বিজেপির ঝুলিতে।

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে দলিতদের উপর ভয়ানক আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তার জেরে যোগী আদিত্যনাথের সরকার আজাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামায়। তারপর থেকেই দলিত আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে ভীম আর্মি। এইবার (২০২৪) নির্বাচনে তিনি আজাদ সমাজপার্টি (কাঁসিরাম) নামে নির্বাচনে লড়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং মায়াবতীকেও তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। কাঁসিরামের যোগ্য উত্তরসূরী কে হতে চলেছেন আগামী দিনেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মায়াবতী আপাতত সংকটে। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র থেকেও দু'জন দলিত সংগটনের প্রার্থী বিজয়ী, রাজস্থানে দলিত সংগঠনটির নাম "বাপ"। প্রকাশ আম্বেদকরের ভারিপা বহুজন মহাসংঘ মহারাষ্ট্রে ব্যর্থ হলেও মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাতি দলিত মুসলিম ভোটের যুক্ত হওয়ায় ৬টির মধ্যে ৪টি আসনে জিতেছে। মহারাষ্ট্রে আছে শতাধিক দলিত সংগঠন। কিন্তু ড. ভীম রাও আম্বেদকরের দলিতদের উদ্দেশে যে উদাত্ত আহ্বান- শিক্ষিতবৃত্ত, সংগঠিত হও এবং আন্দোলন কর- বর্তমান দলিত আন্দোলনের নেতৃবর্গ তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। দাদাসাহেব গায়োকোয়াড়- রিপাবলিকান পার্টির যিনি স্রষ্টা তাঁর মৃত্যুর পর কর্মসংস্থান, জমি, সামাজিক বিষয়, অর্থনৈতিক ন্যায় এবং সমস্ত বস্তি অঞ্চলে গৃহ তৈরির মতো বিষয় নিয়ে কোনও আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে না। এতগুলি দলিত সংগঠন মহারাষ্ট্রে থাকা সত্ত্বেও সেখানে দলিত আন্দোলন হচ্ছে না। প্রকাশ, আম্বেদকরের দল ২০১৯ সালের সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে ৪১ লক্ষ ভোট পেলেও অষ্টাদশ লোকসভা (২০২৪) নির্বাচনে মাত্র ১৫ লক্ষ ভোট পেয়েছে।

মোদিজিরা ২০২৪-এর নির্বাচনে সদর্ভে ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা "ইসবার চারশ পার।" তাই শুনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সভা-সমাবেশে কটাক্ষ করেছিলেন "ইসবার পগারপার"। না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদিজিদের পগার পার করাতে পারেননি। অন্যদিকে মোদিজিরা সব মিলিয়ে (জোটস- ঙ্গীদের নিয়ে) ৩০০ আসনও পার করতে পারেননি। তাঁদের অহঙ্কার ভেঙে চুরচুর করে দিয়েছেন আমজনতা বা বলা ভালো জনতা জনার্দন। ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা (শক অ্যাবসরবিং ক্যাপাসিটি) আছে জনতা জনার্দনের জন্যই। জনতা জনার্দনই ১৯৭৭ গণতন্ত্রের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা (শক অ্যাবসরবিং ক্যাপাসিটি) আছে জনতা জনার্দনের জন্যই। জনতা জনার্দনই ১৯৭৭ সালে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইন্দিরা গান্ধিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। বাবরি ধ্বংসের পরেও জনতা জনার্দনের জন্যই গেরুয়া বাহিনী এককভাবে ক্ষমতা দকলে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৪ সালেও গেরুয়া বাহিনীকে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেতে ৩২টি আসন দূরে থামতে হয়েছে। নীতিশ কুমারের (জেডিইউ) এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টির দুই ক্রাচে ভর দিয়ে মোদিজির তৃতীয়বারের জন্য মসনদে। যে কোনও একটি ক্রাচ সরিয়ে নিলেই সরকার পঙ্গু হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষ জুড়েই জনতা জনার্দনের নানান ভাষা, নানা পরিধান, নানান খাদ্যাভ্যাস, ব্যক্তি মানুষের স্বাধিকার, মুক্ত মনের চিন্তার প্রসার, বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে সম্প্রীতি ও শান্তির বাতাবরণে ভালবাসার বাহুডোরে পরস্পর যুথবুদ্ধ থাকার সংস্কৃতির উপর যদি গেরুয়া বাহিনী আক্রমণ অব্যাহত রাখে তাহলে ভুল করবে। মনে রাখতে হবে জনতা জনার্দন কিন্তু ঐক্যবদ্ধ। ঘৃণা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি জনতা প্রত্যাখ্যান করেন। বিপ্রতীপে তাঁরা বিশ্বাসী সৌহার্দ্য, প্রেম-প্রীতি ও সম্প্রীতির সংস্কৃতিতে। বিংশ শতাব্দীর তিন ও চারের দশকে বিশ্বজুড়ে তো বটেই ভারতবর্ষেও চিন্তা চেতনা ও সৃষ্টির জগতের যে সমস্ত মানুষ ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, রক্ত ঝরিয়েছিলেন সর্বোপরি সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বর্তমান সময়ে তার খুবই অভাব। একজন অরুন্ধতী রায় কিংবা মেধা পাটেকর বা তিস্তা শেতলবাদ দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিপদ কিন্তু রোখা যাবে না। ওদের উপরও আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। যেমন আনা হয়েছে গৌতম নভলাখা, স্টান স্বামী, ওয়ার ওয়ার রাও, সোমা সেন, উমর খালেদ সহ অন্যান্যদের উপর। পুরনো আইন পাল্টে ন্যায়সংহিতার নামে যেসব আইন আনা হয়েছে, তা আরও ভয়ঙ্কর। ঐক্য, সম্প্রীতি, সংহতি জনতা জনার্দনের মূল মন্ত্র। প্রতিটি ক্রিয়ারই যেমন সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে, গেরুয়া বাহিনীরও মনে রাখা উচিত ফ্যাসিবাদী প্রবণতার রাজনীতি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনতা জনার্দনের ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সর্বোপরি যুথবদ্ধতার সংস্কৃতিও তৈরি আছে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৪-এর জুলাই মাসে পণ্য আনলোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থির বৃদ্ধি অব্যাহত

মালিগাঁও, ৬ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ১০৫৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং তার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে।

২০২৪-এর জুলাই মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৯৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৫টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭২টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৩টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১১টি রেক, মণিপুরে ২টি রেক এবং মিজোরামে ৯টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯১টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৫৫টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়।

আনলোডিঙের কাজ আরও সুবিধাজনক করে তুলতে আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং আরও গুডস শেড চালু করা হয়েছে, যার ফলে সীমিত সময়ের মধ্যে অন্তর্মুখী রেক আনলোড ও খালী করার জন্য গ্রাহক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা উপকৃত হয়েছেন। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০ম জাতীয় হস্ততাঁত দিবস:
সুস্থায়ী হস্ততাঁত পুনরুজ্জীবন: পরিমাণের উর্ধে গুণমানকে অগ্রাধিকার

-গিরিরাজ সিং, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী:-

"আমরা ৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ১০ম জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। সকলেই অবগত আছেন যে, ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দেশীয় পণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং আমাদের হস্ততাঁতের ঐতিহ্য উদযাপনের জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে ৭ই আগস্টকে জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি ভারতের হস্ততাঁত শিল্পীদের সম্মানিত করার পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে উৎসাহিত করে থাকে।

হস্ততাঁত শিল্প গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ জীবিকার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস, যা ৩৫ লক্ষেরও বেশি মানুষকে যুক্ত করেছে। এর মধ্যে ২৫ লাখের বেশি আছেন মহিলারা। সুতরাং এই ক্ষেত্রটি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বস্ত্রমন্ত্রক সারা দেশে হস্ততাঁত শিল্পের প্রচারের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে।২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত"র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমি, যেখানে তিনি গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। তিনি নতুন স্টার্টআপ উদ্যোগের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যা হস্তচালিত তাঁতের পণ্য এবং সুস্থায়ী ফ্যাশনকে উৎসাহিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তিনি নাগরিকদের স্থানীয় হস্ততাঁত পণ্যগুলি জনপ্রিয় করার জন্য এবং হ্যাশট্যাগ [illegible] দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত শেয়ার করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিগত কয়েক বছরে, ভারতের হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রটি স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা সম্পন্ন কেতা অর্থাৎ 'স্লো-ফ্যাশনে'র আলোকবর্তিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ আমি হস্তচালিত তাঁতের পুনরুত্থান উদযাপন করার সময় পরিমাণের চেয়ে গুণমানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিতে চাই এবং হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নতি বজায় রাখার জন্য ভারতের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই। হ্যান্ডলুম বয়ন একটি ঐতিহ্যবাহী নৈপুণ্য যা ধীর, সুস্থায়ী এবং নৈতিক ফ্যাশনের নীতিগুলিকে মূর্ত করে থাকে।

গত এক দশকে ধারাবাহিক সরকারি প্রচেষ্টায়, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলিতে লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গর্বের সঙ্গে ভারতীয় তাঁত বস্ত্র পরেন এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রচার করেন এবং এর সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকাংশে তাঁরই প্রাপ্য। এখন সময় এসেছে এই আন্দোলনে আরও বেশি মানুষের শামিল হওয়ার। স্থায়িত্ব প্রচারের বাইরেও, হস্ততাঁত ক্ষেত্র নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রদান এবং তাদেরকে কারুশিল্পে গর্ব জাগ্রত করার উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্রদান করে থাকে। এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে বয়ন, রঞ্জক ও তাঁতশিল্পী হিসেবে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমি স্বীকার করি, তাদের অমূল্য অবদানকে সাধুবাদ জানাই। আমি ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায় এবং বিশেষত সারা দেশের মহিলাদের অবদানকে পুরোপুরি স্বীকার করি এবং সম্মান করি, যাদের ছাড়া হস্ততাঁত শিল্পক্ষেত্র বড় ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তাদের এই অবদানকে ধরে রাখতে এবং এই ক্ষেত্রটির উন্নতির জন্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা জরুরি। তদুপরি, হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন অনেকগুলো সমবায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাগুলি কেবল প্রশিক্ষণ এবং সংস্থান-ই প্রদান করে না, এটি একটি সক্ষম যোগাযোগও প্রদান করে, যা সংহতি এবং সম্মিলিত দর কষাকষির শক্তিকে উৎসাহিত করে। একত্রিত হয়ে, মহিলা স্বসহায়ক দলগুলি তাদের পণ্যের জন্য আরও ভাল দাম নিয়ে আলোচনা করতে পারে, বৃহত্তর বাজারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এবং ন্যায্য মজুরি এবং কাজের পরিবেশের জন্য পরামর্শ দিতে পারে। বয়ন দক্ষতা, নকশা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা দক্ষতার উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষামূলক কর্মসূচী এবং উদ্যোগগুলি মহিলাদের আরও ক্ষমতায়ন করে। নতুন কৌশলগুলি আয়ত্ত করে এবং আধুনিক ডিজাইন অন্বেষণ করে, মহিলা হস্ততাঁত শিল্পীরা তাদের নৈপুণ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে সমসাময়িক বাজারগুলিতে আবেদন ও প্রভাবমূলক উচ্চমানের পণ্য তৈরি করতে পারে।

সূচীশিল্প এবং মুদ্রণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করে হস্তচালিত তাঁত ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রগুলিতে নতুন জীবন সঞ্চার করে, অনন্য এবং অত্যন্ত পছন্দসই পণ্য তৈরি করে। সূঁচের কাজ একটি জটিল শিল্পকর্ম। জারদৌসি, কাঁথা বা চিকনকারির মতো বিভিন্ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে কারিগররা সাধারণ তাঁতবস্ত্রকে বিস্তৃত এক ভিন্ন ধরণের পণ্যে রূপান্তরিত করতে পারেন। এটি কেবল নান্দনিক আবেদনই বাড়ায় না বরং পণ্যগুলির বাজার মূল্যও বাড়ায়, কারিগরদের আরও ভাল আর্থিক সুবিধা প্রদান করে। হাতে তৈরি কাপড়ের সাথে এই মূল্য সংযোজন কৌশলের সংমিশ্রণ এমন পণ্য তৈরি করে, যা ঐতিহ্যবাহী এবং সমসাময়িক উভয় বাজার কেই প্রভাবিত করে। এই ফিউশন কেবল পুরনো কারুশিল্পকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করে না বরং হস্তনির্মিত, পরিবেশ-বান্ধব টেক্সটাইল ব্যবহারকে উৎসাহিত করে সুস্থায়ী ফ্যাশনকেও উৎসাহ দেয়।তাঁতশিল্পে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সংহতকরণ তাঁতশিল্পীদের কঠোর পরিশ্রম কমিয়ে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং এই ঐতিহ্যবাহী নৈপুণ্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রেখেছে। আধুনিক অগ্রগতি হস্তচালিত তাঁত বয়নের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক পরিশ্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং প্রক্রিয়াটিকে আরও দক্ষ এবং কম শ্রম-নিবিড় করে তোলে। উপরন্তু, কম্পিউটার-এইডেড ডিজাইন (সিএডি) সফওয়্যার তাঁতশিল্পীদের বুনন শুরু করার আগে জটিল নিদর্শন এবং রঙের সংমিশ্রণ নিয়ে পরীক্ষা করতে সক্ষম করে। এটি কেবল সময়েরই সাশ্রয় করে না, ত্রুটির ঝুঁকিও হ্রাস করে, যা উচ্চমানের আউটপুট প্রদান করে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলি তাঁতশিল্পীদের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান করে, তাদের সরাসরি ভোক্তাদের সাথে সংযুক্ত করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে।

এ বছর জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উপলক্ষে আমি সকলকে দুটি অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। প্রথমত তাঁতের পণ্যে সেলফি তোলা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা; দ্বিতীয়ত, তাদের ওয়ার্ডরোব এবং দৈনন্দিন জীবনে হস্তচালিত তাঁতের পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার শপথ নেওয়া। হস্ততাঁত শিল্পের প্রতিটি পণ্য অনন্য, সেগুলো যত্ন এবং বিশদে মনোযোগ দিয়ে বোনা, যা এর নির্মাতার উৎসর্গ এবং কারুশিল্পের প্রতিফলন। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পণ্য পছন্দ করে, আমরা কেবল ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইলের সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যকেই উদযাপন করি না, বরং কারিগরদের জীবিকা নির্বাহে অবদান রাখিউ তাঁদের অমূল্য দক্ষতা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরারও নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

তাঁতশিল্পে গুণমান, ধারাবাহিকতা এবং প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবনী উপকরণ এবং প্রক্রিয়াগুলি প্রবর্তন করে হস্ততাঁত শিল্পের বয়ন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেকেরই নিজেদের এলাকার কারিগর এবং ঐতিহ্যবাহী বয়ন সম্প্রদায়কে সমর্থন করা উচিত এবং তাদের পোশাক ক্রয়ের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, যা আমাদেরকে প্রভাবিত করে। হস্তচালিত তাঁত পণ্য, ন্যায্য বাণিজ্য, আঞ্চলিক উৎপাদন, স্থায়িত্ব এবং কারুশিল্পের উপর দৃষ্টি প্রদান এই আন্দোলনকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এবং তাঁতশিল্পীদের তাদের প্রাপ্য সম্মান দেবে।তাঁত শিল্পকে সহায়তা করার মাধ্যমে, আমরা কেবল একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণই করি না বরং নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতাও নিয়ে আসতে পারি এবং জাতিসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর অনেকগুলি সূচক অর্জন করতে পারি।

সুষমা স্বরাজের মৃত্যুবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ সুষমা—কন্যা ও বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সেই উপলক্ষে দিল্লির বীর সাভারকর পার্কে বৃক্ষরোপণ করলেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ তথা সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাঁশুরি স্বরাজ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আজ আমার মায়ের স্মরণে ২১টি গাছ রোপণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, এদিন বাঁশুরি তাঁর মা সুষমা স্বরাজের স্মরণে বৃক্ষরোপণ করেন। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরাও হাজির ছিলেন এই কর্মসূচিতে। প্রয়াত সুষমা স্বরাজের ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

মেঘভাঙা বৃষ্টি: হিমাচলের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ কঙ্গনার

শিমলা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : দিল্লি থেকে ফিরে হিমাচল প্রদেশের ধস কবলিত এলাকায় গেলেন মান্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। ধস কবলিত এলাকায় গিয়ে মঙ্গলবার কংগ্রেস-শাসিত মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কুর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কঙ্গনা। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিদ্ধস্ত হিমাচল। ধস নেমেছে হিমাচল প্রদেশের একাধিক জায়গায়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে শিমলা, কুল্লু, মানালি, মান্ডি-সহ একাধিক এলাকায়। ধস কবলিত এলাকায় গিয়ে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কুর বিরুদ্ধে এদিন তোপ দাগেন কঙ্গনা। তিনি বলেন, হিমাচল প্রদেশের রাজ্য সরকার কী করছে তা সকলের সামনে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অর্থসাহায্য পাঠানো হচ্ছে, অথচ সেই টাকা মুখ্যমন্ত্রী বিপন্ন মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার বলেও দাবি তোলেন কঙ্গনা।

মন্দির ভেঙে বিজয় উল্লাস; রাষ্ট্রপিতাও আক্রান্ত, এ কেমন স্বাধীনতা পেল বাংলাদেশ!

ঢাকা, ৬ আগস্ট (হি.স.): শেখ হাসিনার পদত্যাগ, তারপরই দেশ-ত্যাগ। সেনাবাহিনীর হাতে বাংলাদেশের দায়িত্বভার। এরপর থেকেই উল্লসিত বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, তথা যুবসমাজ। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের সর্বত্র বিজয় উল্লাসে মেতেছে তথাকথিত এই যুবসমাজ। সবার মুখে একটাই কথা "ফের স্বাধীন হল বাংলাদেশ"। আর এই উল্লাসের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, ভাঙচুর চলছে হিন্দু মন্দিরে, অভিযোগ এমনটাই। ভাঙচুর চালানো হচ্ছে দেব-দেবীর মূর্তিও। এখানেই শেষ নয়, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর লুটপাট, মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলছে উপর্যুপরি। এখন প্রশ্ন উঠছে, 'মন্দির ভেঙে বিজয় উল্লাস। এটা আবার কেমন স্বাধীনতা!!'কেউ ফেসবুকে কাঁদছেন, বলছেন বাঁচাও আমাদের। হিন্দুদের ওপর নির্মমভাবে চলছে অত্যাচার। বাংলাদেশের বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া-সর্বত্রই হিন্দুদের মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, ভেঙে ফেলা হয়েছে হিন্দুদের মন্দির। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন মানুষজনকেও মারধর করা হয়েছে, কারণ সে হিন্দু। যেমন, বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পাখিমারা শহীদ প্রফুল্ল মন ভৌমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রফুল্ল মন ভৌমিকের ছেলে মূল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, তবুও "হিন্দু হওয়ার অপরাধে" তাঁকে মারধর করা হয়।সংরক্ষণ ইস্যুতে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল এই জন-বিক্ষোভ। বারুদের গন্ধে দিন কাটছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের সর্বত্র। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভের নামে বাংলাদেশে আক্রান্ত হচ্ছেন হিন্দুরা। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী তথা যুব সমাজের মুখে একটাই স্লোগান শোনা যাচ্ছিল, 'সোনাবাহিনীর সরকার, এই মুহূর্তে দরকার।' শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই সেনাবাহিনীর হাতেই এখন বাংলাদেশের দায়িত্ব। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। হিন্দুদের ওপর নির্যাতন রুখতে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও কোনও সদর্থক ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি।এতো গেল, হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের কথা। বাংলাদেশে প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হন হিন্দুরা। কিন্তু, এবার আরও একধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশের তথাকথিত এই যুবসমাজ। আক্রান্ত হলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপিতা শেখ মুজিবর রহমানও। আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমানের মূর্তিও ভেঙে ফেলেছে, কেউ জুতো, কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে মুজিবর রহমানের মূর্তিতে। নতুন করে যাঁরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তাদের মুখে এটাও বলতে শোনা যায়, 'মার জুতো মার ওঁর মুখে।' এ কেমন স্বাধীনতা পেল বাংলাদেশ!

মেট্রো রেলের ওরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুবিধা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার থেকে কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ওরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা বাড়ানো হল। এবার থেকে এই রুটে দৈনিক ৭৪টি ট্রেন পরিষেবা দেওয়া হবে। (৩৭ আপ, ৩৭ ডাউন) ২০ মিনিটের ব্যবধানে চালানো হচ্ছে। এদিন সকাল আটটা নাগাদ রুবি সংযোগ স্থল অর্থাৎ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশন থেকে পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। গত সোমবারের যাত্রী সংখ্যার তুলনায় এদিনের যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫০শতাংশ বেশি ছিল। আশা করা হচ্ছে, এই বর্ধিত পরিষেবা সময়ের কারণে, ওরেঞ্জ লাইনের যাত্রী সংখ্যা আগামী দিনে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এমনটাই জানিয়েছেন মেটো রেল মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। ওরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা সময় বৃদ্ধির ফলে যাত্রীরা সকাল এবং রাতের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে আরও সুবিধা পাবেন। ফলস্বরূপ, মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালের আশ্বাস

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন যে, সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রয়েছে এবং আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। তিনি জনগণকে গুজব থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যপাল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভারতের সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যারা সীমান্ত সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজভবনের তরফ থেকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নজরদারি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেবে এবং যেকোনো বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্টীকরণের জন্য যোগাযোগ করা যাবে। রাজ্যপালের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যারা গুজব এবং মিথ্যা তথ্য প্রচার করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

"সমানে ফোন আসছে, কেবল আর্তনাদ আর কান্না", অসহায় ঢাকার সংগঠন-কর্তা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সারা রাত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন আজীবন বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা বিশিষ্ট নাগরিক মণীন্দ্র কুমার নাথ। একটি ব্যাঙ্কের বড়কর্তা ছিলেন। কয়েক যুগ ধরে হিন্দুদের অধিকার নিয়ে সক্রিয় ও সরব। বর্তমানে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের' যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "সমানে ফোন আসছে। কেবল আর্তনাদ আর কান্না। বাঁচার, বাঁচানোর আকুতি। আমরা অসহায়!"

গত ক'দিন ধরেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই অবস্থায় পরিষদের তরফে ছ'জনের স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। মণীন্দ্রবাবু সেটির সদস্যসচিব। তাঁর কথায়, "বেশি খারাপ অবস্থা গ্রামগুলোতে। মারধর, লুঠপাট, 'মালাউনের বাচ্চা' বলে গালি এ সব অব্যাহত রয়েছে। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। কোথায় যাব? কাকে বলব? এ রকম চলতে থাকলে 'বঙ্গভবন'-এর সামনে আমরণ অনশন ছাড়া আমাদের সামনে কোনও পথ নেই"। এই অবস্থায় বাংলাদেশের ২৯টি অঞ্চলে ৪৫টি সংখ্যালঘু-নির্যাতনের নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করেছে পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আন্দোলনের মুখ অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। জায়গাগুলের মধ্যে আছে শেরপুর, খুলনা (৪), ফেনী, দিনাজপুর, নরসিংদি, লক্ষীপুর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যশোর (৫), সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ, নড়াইল, বগুড়া, পটুয়াখালি, পঞ্চগড়, নোয়াখালি, ঠাকুরগাঁও (২), ঝিনাইদহ, পাবনা, নীলফামারি, টাঙাইল, ঝালকাটি, শরীয়তপুর, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ।

বারাণসীতে ভাঙলো প্রাচীন দুই বাড়ি, মৃত এক, উদ্ধারকাজ জারি

বারাণসী, ৬ আগস্ট (হি.স.): বারাণসীতে ভাঙলো প্রাচীন দুই বাড়ি। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা আট জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডিআইজি মনোজ শর্মা জানিয়েছেন, খবর পেয়েই আমাদের দুটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এটি একটি জটিল উদ্ধারকাজ ছিল। ধ্বংসাবশেষে আটকে পড়া সকলকে উদ্ধার করতে আমরা আমাদের প্রকৌশল এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছি। উদ্ধারের পর তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুল্যান্স এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকারিকরাও রয়েছেন বলে জানা গেছে।

উল্টোডাঙায় সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

উল্টোডাঙা, ৬ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ উল্টোডাঙার ইস্ট ক্যানেল সার্কুলার রোডের একটি প্লাই তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রচুর পরিমাণে শুকনো কাঠ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে, দমকল দেরিতে আসার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

ঘটনাস্থলে বর্তমানে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। প্লাইয়ের কারখানায় আগুন লাগার পর তা পাশের একটি গেঞ্জির কারখানাতেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে পাশের কারখানার আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে।দমকল কর্মীরা টিনের ছাউনি সরিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। আশেপাশের বাড়িগুলি তড়িঘড়ি ফাঁকা করা হয়েছে। পাশের কারখানার গেটের তালা ভেঙে সেখানে ঢুকে জল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ফিজির সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত

ফিজি, ৬ আগস্ট (হি.স.): ফিজি সফররত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি'-তে ভূষিত হয়েছেন। সেদেশের রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম কাতোনিভিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সুভার স্টেট হাউসে ফিজির রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম কাতোনিভিয়ার উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ভারত-ফিজি সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে দুই দেশের প্রধানরা আলোচনা করেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, ফিজিতে এটাই আমার প্রথম সফর। আজ আমি ফিজির রাষ্ট্রপতি এবং ফিজির প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি ইতিবাচক আলোচনা করেছি। আমি ফিজি সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি প্রদান করার জন্য। এই সম্মান ভারত ও ফিজির মধ্যে শক্তিশালী ও গভীর সম্পর্কের প্রতীক।

PNIT NO: ePT09/EE/RD/KCP/DIV/2024-25
DISPATCH NO: DIS 150416/2024
Dated 01.08.2024

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM of 16.08.2024 for 03 (THREE) No. project under R.D. Kanchanpur Division during the year 2024-25. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/1072/24

Signed by Saumendra Bhaumik
Date: 01-08-2024 13:22:00 Reason: Approved
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

No.F.14.4/JICA-II/SCATFORM/Sanction/DFO(U)/2024-25/ E-tender for Supply of Planting Materials in Unakoti District, Kumarghat Office

has vide No.F.14.4/JICA- the District Forest Officer, Unakoti II/SCATFORM/Sanction/DFO(U)/2024/2359 dated 30/07/2024 for the e-Tender ID is 2024 DFOU 51251 1 invited online technical and financial proposals from eligible Agencies for providing different types of planting materilas under District Forest Officer, Unakoti. Interested Agencies may download the complete DNIT document from the website http://www.tripuratenders.gov.in.. The eligible bidders may submit their bids online at e- tendering portal i.e. http://www.tripuratenders.gov.in. Offline bids shall not be accepted. The last date for submitting the online bids is 12th August, 2024 up to 5:00 PM Hours. Contact E-mail: 0/0. Unakoti, DFO. details: In-charge Development districtforest@gmail.com Phone: 7005884601.

ICA/C/1076/24

Signed by Krishna Gopal Roy
Date: 01-08-2024 17:48:07
Reason: AppRY8rest Officer
Unakoti District, Kumarghat

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন ঘরে কেমন ভাবে সোফা সাজাবেন

বসার ঘরের সাজসজ্জা এমন হবে, যে ঘরে পা দিয়েই মন ভরে উঠবে অতিথিদের। বসার ঘর যদি বড় হয়, তা হলে বড়সড় নরম গদিওয়ালা সোফার কথাই আগে মনে পড়ে। কুশন টেনে এনে পা তুলে সেই নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে আড্ডা জমে উঠবে বেশ। তবে সোফা কিনলেই হল না। ঘরের আকার কেমন, ঘরের কোথায় কেমন আসবাব আছে, সব কিছু মাথায় রেখেই সোফা কেনা উচিত। ঠিকমতো গুছিয়ে আসবাব রাখতে পারলে, ঘরের সাজটাই বদলে যাবে। মনে রাখবেন, একই রকম সোফা কিন্তু সব ঘরে মানাবে না। তাই কোন ঘরে কেমন সোফা থাকবে তা জেনেবুঝে কেনাই ভাল।

বড় ঘরের মধ্যে একটি অংশই বসার জন্য নির্দিষ্ট করতে চাইলে, সেখানে সেকশনাল সোফা রাখা যায়। অর্থাৎ এক দিকে অন্তত তিন-চার এবং তার কোনাকুনি এক-দু'জনের বসার জায়গা। মাঝে রাখতে পারেন সেন্টার টেবিল।

মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে একটা সময় পর্যন্ত সোফার বিলাসিতা তেমন ছিল না। বসার ঘরে বড় চৌকির উপর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে থাকত দু'একটি চেয়ার বা বেতের মোড়া। আস্তে আস্তে দিন পাল্টেছে। এখন চৌকির জায়গা নিয়েছে দামি খাট। বসার ঘর সেজে উঠেছে আরামদায়ক বিভিন্ন রকম সোফায়।

বসার ঘর কেমন হবে তার উপর নির্ভর করছে ঠিক কেমন সোফা কিনবেন। সে ক্ষেত্রে বসার ঘরের আকার ও মাপ বোঝা খুব জরুরি। যদি ঘর বড় ও চৌকো হয়, তা হলে ঘরের মাঝ বরাবর "এল" আকৃতির সোফা রাখা যেতে পারে। গদির সোফা যদি না হয়, তা হলে কাঠের সোফাও বেশ লাগে। তিন বা চার আসনের বড় একটি সোফা এবং তার দুই পাশে এক আসনের আরও দু'টি। মাঝে রাখুন কাচের সেন্টার টেবিল। সুন্দর গদি ও কুশন দিয়ে সাজিয়ে দিন সোফা।

দেওয়াল ঘেঁষে যদি সোফা রাখেন, তা হলে দেখবেন সেই দেওয়ালে সোফার ঠিক উপরেই যেন জানলা না থাকে। যদি জানলা থাকে তা হলে একটু সরিয়ে সোফা রাখুন। এখন অনেক আধুনিক সোফার ডিজাইন বেরিয়ে গিয়েছে। তবে পুরনো দিনের স্টাইল পছন্দ করেন অনেকে। সোফায় বাটালির খোদাই পছন্দ অনেকের। সে ক্ষেত্রে মেহগনি কাঠ ব্যবহার করাই ভাল। তবে মূল্য কিন্তু অনেকটাই বাড়বে। স্লিপার সোফা আবার অন্য রকমের। সোফার তলাতেই থাকে আর একটি এক্সটেনশন। সেটি টেনে নিলেই সোফা পরিণত হয় খাটে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী সোফাকে বদলে নিতে পারেন খাটে। সোফা কাম বেডও বলা যেতে পারে এটিকে।

সোফার উপর কেমন কভার পাতছেন বা কুশন রাখছেন, সেটিও কিন্তু জরুরি। মনে রাখতে হবে, সোফার রং যদি গাঢ় হয়, তা হলে কভারের রং হালকা হলেই ভাল লাগবে। হরেক মাপ ও আকারের কুশন এখন খুব চলছে। গোল, ত্রিকোণ, চৌকো ইত্যাদি জ্যামিতিক আকার ছাড়াও একফালি তরমুজ, স্ট্রবেরি, পেঁচা, মাছ বিভিন্ন রকমের কুশন কিনতে পাওয়া যায়। আরাম করে সোফায় বসার জন্য "অল ফোম" কুশন কিনতে পারেন। এই ধরনের কুশনের পেটের মধ্যে বেশি ঘনত্বের ফোম ব্যবহার করা হয়। কুশনের রঙও কিন্তু বাছাই করে নিতে হবে। বসার ঘরের দেওয়াল, পর্দা, সোফার রঙের সঙ্গে কুশনের রং যেন মানানসই হয়। পাশাপাশি সব একই রঙের কুশন না রেখে বিভিন্ন রঙের কুশন দিয়ে সাজাতে পারেন। দেখতে খুব ভাল লাগবে।

গর্ভধারণের আগে ও গর্ভাবস্থায় কী কী পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি?

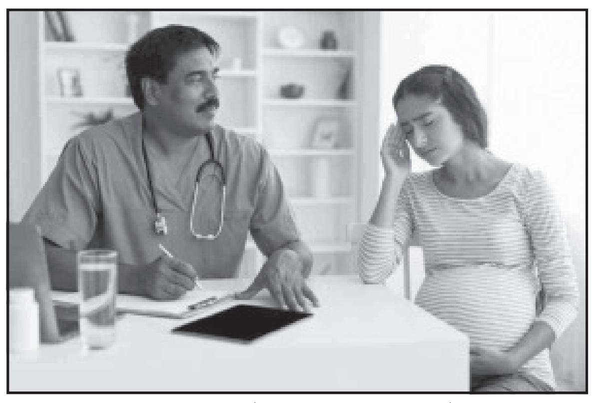

মা হওয়ার অনুভূতি যেমন উপভোগ্য, তেমনই এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে অনেক দায়িত্বও। সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করলে, তাই অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এগোনো উচিত। অনেক সময়েই দেখা যায়, চেষ্টা করার পরেও গর্ভধারণ করতে পারছেন না কেউ কেউ। এর কারণ শারীরিক ছাড়াও, সঠিক পরিকল্পনার অভাব। গর্ভধারণের আগে হবু মা-রও কিছু পরীক্ষা করিয়ে রাখা জরুরি। কী কী খেয়াল রাখতে হবে, তা জেনে নিন। এই বিষয়ে স্ত্রীরোগ চিকিৎসক মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ, কারও আগে থেকে কোনও অসুস্থতা থাকলে, অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। তার জন্য কিছু পরীক্ষা করাতে হবে। সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলে "প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সেলিং" করিয়ে নিলে ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে হবু সন্তান ও মায়ের অসুস্থ হয়ে পড়া ও অন্যান্য জটিলতার ঝুঁকি কমে যায়।

কী কী পরীক্ষা করাতে হবে? ১) প্রথমেই রক্তের "হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস" করে দেখে নিতে হবে হবু মায়ের থ্যালাসেমিয়া আছে কি না। হবু মা যদি থ্যালাসেমিয়া বাহক হন, তা হলে বাবাকেও পরীক্ষা করাতে হবে। কারণ, দু'জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় যথেষ্ট বেশি।

২) "রুবেলা আইজিজি" পরীক্ষা করানো জরুরি। মা যদি রুবেলার জীবাণুর বাহক হন, তা হলে গর্ভস্থ সন্তানের উপর তার মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। প্রসবের পরে সন্তানের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে অথবা হার্টের অসুখ হতে পারে। তাই আগে থেকেই হবু মাকে রুবেলার ভ্যাকসিন দিতে হবে।

৩) থাইরয়েড আছে কি না, তা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া খুব জরুরি। অনিয়ন্ত্রিত থাইরয়েড নিয়ে গর্ভধারণ করতে সমস্যা হতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের তারতম্যের কারণেই গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে। সে ক্ষেত্রে টি৩, টি৪, টিএসএইচ টেস্ট করিয়ে রাখা ভাল। ৪) রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ ইত্যাদিও পরীক্ষা করাতে হবে। যদি আগে থেকেই কেউ "ব্লাড সুগার" বা রক্তচাপের ওষুধ খান, তা হলে গর্ভধারণ করার পর কোন ওষুধ কী ডোজে খেতে হবে আর কোনটা বন্ধ রাখতে হবে, তা অবশ্যই চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হবে। প্রসবের পরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ছে কি না, তা খেয়াল রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে "এইচবিএ১সি টেস্ট" ও "গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট" করা প্রয়োজন।

৪) কয়েক ধরনের ওষুধ গর্ভাবস্থায় খেলে তা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হবে। ৫) দেখা গিয়েছে, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের অনেক জটিলতা দূর হয়েছে ফোলিক অ্যাসিড খেয়ে। তাই গর্ভধারণের আগে থেকেই যদি ফোলিক অ্যাসিড খাওয়া শুরু করা যায়, তা হলে গর্ভস্থ ভ্রূণের অনেক জটিলতাই দূর হতে পারে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট খাবেন না। চিকিৎসক পরামর্শ দিচ্ছেন, গর্ভে সন্তান আসার পরেও তাকে সুস্থ ভাবে ধারণ করতে আপনার শরীর প্রস্তুত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা দরকার। গর্ভস্থ ভ্রূণ যখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ কি না বা তার কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। "আল্ট্রা সাউন্ড স্ক্রিনিং" করলে তা ধরা পড়ে। তা ছাড়া "ডবল মার্কার টেস্ট" করে দেখে নেওয়া হয়, গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রোমোজোমে কোনও সমস্যা আছে কি না বা ডাউন সিনড্রম হওয়ার ঝুঁকি আছে কি না। তা ছাড়া গর্ভাবস্থা আরও পরিণতির দিকে এগোলে একাধিক ইউএসজি করে গর্ভস্থ শিশুর গতিবিধি ও বেড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গ্রোগাসে খাওয়ার কারণে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমাদের

অফিস থাক বা স্কুল, তাড়াহুড়োয় বেরোনোর সময় ১০ মিনিটের মধ্যেই খাওয়া সেরে ফেলেন অনেকেই। কেউ সকালে খালি পেটেই বেরিয়ে যান। কেউ আবার কোনও রকমে খাবার মুখে গুঁজেই ছুট দেন। তাড়াহুড়ো যতই থাক, জানেন কি নিত্য এই অভ্যাস বদহজম, অম্বল এমনকি ওজন ন কমার কারণ হতে পারে?

অনেকেই হয়তো ওজন কমানোর জন্য শারীরিক কসরত করেন, পুষ্টিকর খাবার খান। তা সত্ত্বেও অধরা রয়ে যায় ফল। নেপথ্যে কিন্তু থাকতে পারে খাবার চিবিয়ে না খাওয়ার প্রবণতা। সম্প্রতি দক্ষিণী অভিনেতা মাধবনের ওজন কমানোর প্রক্রিয়া নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মাধবন জানিয়েছেন, ওজন কমানোর জন্য তিনি "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং" এ ভরসা রেখেছিলেন। এ ছাড়াও ওজন কমাতে খাবার চিবিয়ে খাওয়া, ভোরবেলা দীর্ঘক্ষণ হাঁটাহাটির কথাও বলেছিলেন। গবেষণাও বলছে, ওজন কমাতে চাইলে চিবিয়ে খাওয়া জরুরি। দীর্ঘক্ষণ ধরে চিবিয়ে খেলে শুধু হজম ভাল হয় না, ক্যালোরিও দ্রুত ক্ষয় হয়। "ওবেসিটি" নামে একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, ভাল ভাবে চিবিয়ে খেলে হজমের সময় বেশি শক্তি ক্ষয় হয়। ৩০০ ক্যালোরি খাবারে অতিরিক্ত ১০ ক্যালোরি খরচ হয়।

শুধু তাই নয়, চিবিয়ে খেলে খাদ্যগুণ শোষণের প্রক্রিয়াও ভালভাবে হয়। শরীর খাদ্য থেকে পুষ্টিগুণ যথাযথ শোষণ করতে পারে। সে কারণেই প্রতিটি খাবার সময় নিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদেরা। নেপথ্যে আরও কারণ আছে। বেশ কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে, চিবিয়ে খেলে পেটের জন্য পাচক রস ঠিকমতো ক্ষরিত হয়। পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হজমে সহায়ক হরমোন (গাট হরমোন) ক্ষরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। খিদে পাওয়া, হজম এই সমস্ত কিছুতেই ভূমিকা থাকে হরমোনগুলির। একদিকে যেমন চিবিয়ে খাওয়ার অনেক উপকারিতা, অন্য দিকে তেমনই গ্রোগাসে খাওয়া ও কোনও রকমে না খাওয়ার অপকারিতাও আছে। দ্রুত খেলে, খাবারের বড় বড় টুকরোই শরীরে যায়। ঠিক মতো পাচক রস নির্গত না হওয়ায় হজমে সমস্যা হয়। তার উপর খাদ্যের বড় বড় টুকরো পরিপাকেও সমস্যা হয়। চিবিয়ে খেলে খাদ্যাংশ এমনিতেই মিহি হয়ে যায়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পরিপাক ক্রিয়াও অনেক সহজ হয়। এতে শক্তি ক্ষয় তেমন হয় না। তার উপর পেট ফোলা, বদ হজমের জেরে শরীর খারাপ হয়ে যায়। তবে শুধু চিবিয়ে খাওয়া নয়, সকালের তাড়াহুড়োয় এমন অনেক ভুল হয় যা ওজন না কমার কারণ হতে পারে।

সকালের খাবার জরুরি

সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেকেই তেমন কিছু খান না। এটা মোটেও ভাল অভ্যাস নয়। বরং সকালের খাবারে শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ প্রয়োজন। পাতে থাকা প্রয়োজন ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারও। সকালে সঠিক খাবারে পেট ভরলে সারা দিন বার বার খিদে পাবে না। খিদের মুখে পুষ্টিকর নয় এমন খাবার খেয়ে ফেলার জন্যও ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়।

প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার

খাবারে সঠিক মাত্রায় ফাইবার, প্রোটিন, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ থাকা দরকার। খাওয়া মানে শুধু পেট ভরানো নয়, উপযুক্ত পুষ্টি যেন শরীর পায়, তা নিশ্চিত করা, জরুরি।

ব্রণের সঙ্গে ফুসকুড়িও হচ্ছে! ঘরোয়া টোনারে মিলতে পারে সমাধান

বর্ষা মানেই ত্বকের হাজার সমস্যা। প্রবল ঘামে তেলচিটে হয়ে যায় মুখ। তার উপর ধুলো-ময়লা জমে মুখ কালচে হয়ে যায়। কারও আবার ব্রণের সমস্যা তো থাকেই! ত্বক তেলতেলে হয়ে গেলে সংক্রমণও বেড়ে যায়। আচমকা হয়তো দেখলেন, ত্বকের কোনও অংশে হালকা ব্যথা। একটু পরেই দেখা যাবে সেখানে বড় একটি ফুসকুড়ি উঠেছে।

কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় কী! ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং যে কোনও মরসুমেই জরুরি। কিন্তু মরসুম ও ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী উপকরণে বদল দরকার। বর্ষায় ত্বকের সমস্যার সমাধান করতে পারে ঘরোয়া টোনার।

পুদিনা পুদিনার মিষ্টি গন্ধ মনকে তরতাজা করে তোলে। এতে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান। ত্বকের ছোটখাটো সংক্রমণ দূর করতে পুদিনা বিশেষ কার্যকর। ত্বকের যত্নে পুদিনা খুবই উপযোগী। তাই বর্ষায় ফুসকুড়ি ও ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পুদিনা পাতা দিয়ে তৈরি টোনার ব্যবহার করুন। বাজারচলতি নয়, বরং পুদিনা পাতা ধুয়ে জলে ১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। জল ঠান্ডা হলে স্প্রে বোতল ভরে ব্যবহার করুন। রাস্তায় বেরিয়ে মুখ তেলতেলে হয়ে গেলে, স্প্রে বোতল থেকে কিছুটা পুদিনা টোনার মুখে দিয়ে তুলো দিয়ে মুছে নিতে পারেন। বা তুলো ছাড়াও পুদিনা টোনার মুখে সরাসরি স্প্রে করে নিতে পারেন।

কর্পূর ও গোলাপজল গোলাপজল শুষ্ক, তৈলাক্ত যে কোনও ত্বকের জন্যেই টোনার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। তবে মুখে ব্রণ বার্যানশের সমস্যা হলে গোলাপজলের সঙ্গে সামান্য একটু কর্পূরে গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কর্পূর সংক্রমণ রোধে বিশেষ কার্যকর। ব্রণ থেকে এগিমা, ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কর্পূর ব্যবহারের চল রয়েছে। এমনকি কালচে ভাব দূর করতেও কর্পূর সাহায্য করে। নিম টোনার ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ নিমে রয়েছে ত্বকের ছোটখাটো সংক্রমণ দূর করার উপাদান। নিমে এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে, যা প্রদাহনাশক। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ধুয়ে রাখা নিম পাতা জলে ফুটিয়ে টোনার তৈরি করে নিন। স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন ব্যবহারের সুবিধার জন্য। ঘরে মুখ পরিষ্কার করার পর নিম টোনার অবশ্যই ব্যবহার করুন। বিশেষত বর্ষার মরসুমে। গ্রীষ্মেও মুখে ফুসকুড়ি, ব্রণ হয়। এই ধরনের সমস্যা হলে নিম টোনার আদর্শ।

পোকা গাছের পাতা খেয়ে নিচ্ছে ঘরোয়া উপায়েই হবে সমাধান

শখের বারান্দা সাধ করে গাছপালা দিয়ে তো সাজিয়েছেন, কিন্তু হঠাৎই বিপত্তি! গাছগুলোয় পোকা ধরেছে। ছোট ছোট পোকাগুলি গাছের পাতা খেয়ে নিচ্ছে! পুরো গাছটারই মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বাজার থেকে কেনা রাসায়নিক ব্যবহার করতে যদি না চান, তা হলে অন্য উপায় আছে। ঘরোয়া উপাদানেই পোকামাকড় দূর হবে অল্প দিনে।

বর্ষার সময়টাতে গাছপালায় খুব তাড়াতাড়ি পোকামাকড় ধরে যায়। বারান্দা, বাগান বা ছাদে যত্ন করে যে গাছগুলি লাগিয়েছেন, সেগুলিতে যদি পোকা ধরে যায়, তা হলে কেমন লাগে বলুন! আর ছোট ছোট পোকা খুব তাড়াতাড়ি গাছের পাতা কেটে শেষ করে দেয়। গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে, পাতা হলুদ হয়ে যায়। এ দিকে রাসায়নিক কীটনাশক দিয়ে পোকামাকড়ের উৎপাত কমবে ঠিকই, তবে বাড়িতে শিশু বা পোষ্য থাকলে তা ব্যবহার করা একেবারেই ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে জৈব উপাদানেই ভরসা রাখা উচিত। নিম তেল সে দিক থেকে খুবই কার্যকরী হতে পারে।

মনে রাখবেন, নিম তেল কিন্তু প্রাকৃতিক কীটনাশক। এতে পোকামাকড় ও ছত্রাক দূর করার ক্ষমতা আছে। তাই গাছে পোকা লাগার সামাধান করতে একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিম তেল স্প্রে করুন গাছে। পোকামাকড়ের বৃদ্ধি ও প্রজননে বাধা দেয় নিম তেল। গাছে যদি ছত্রাকজনিত রোগ হয়, তা হলেও কার্যকরী হতে পারে নিম তেল। ঘরে রাখার গাছ হোক বা ফুল বা ফলের গাছ যে কোনও গাছের জন্যই নিম তেল কার্যকরী। তবে কয়েক প্রজাতির গোলাপ, জবা, ফার জাতীয় গাছে নিম তেল দেওয়া উচিত নয়।

কী ভাবে নিম তেল ব্যবহার করবেন?

এক লিটার জলে হাফ চা চামচ বাসন মাজার সাবান মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন। এ বার সেই সাবানজল একটি স্প্রে বোতলে ভরে তাতে কয়েক ফেঁটা নিম তেল মেশান।

এই মিশ্রণ আগে গাছের একটি পাতায় হালকা করে স্প্রে করে দেখুন। যদি দেখেন, পাতার কোনও ক্ষতি হয়নি, তা হলে গাছে স্প্রে করুন।

রোজ রোজ স্প্রে করবেন না। আগে গাছে হালকা করে নিম তেল স্প্রে করে দেখতে হবে তা কতটা কার্যকরী হচ্ছে। তার পর নিয়ম করে দেওয়া শুরু করুন।

নিমপাতাও গাছের পোকামাকড় মারতে পারে। নিমের তিক্ত স্বাদ এবং তীব্র গন্ধ রয়েছে, যা গাছপালা থেকে পোকামাকড় দূরে রাখতে পারে। নিমপাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা গাছের গোড়ায় দিয়ে রাখুন। রাতে নিম পাতা জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং পরের দিন সকালে সেই জল গাছে ছিটিয়ে দিন। দেখবেন গাছের পোকামাকড় তাড়াতাড়ি দূর হবে।

প্যাকেটজাত মাংস থেকে ছড়াচ্ছে লিস্টেরিয়ার সংক্রমণ

ঠান্ডাঘরে জমিয়ে রাখা প্যাকেটজাত মাংস থেকে ছড়াচ্ছে লিস্টেরিয়া ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ। আমেরিকার ১২টি রাজ্যে এই ধরনের মাংস খেয়ে অসুস্থ বহু মানুষ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাও আছেন বলে খবর। দু'জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে।

আমেরিকার "সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন" জানাচ্ছে, প্যাকেটবন্দি মাংস থেকে লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজিনস নামে এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। এই ব্যাক্টেরিয়া প্রাণঘাতী। কাটা মাংস প্যাকেটবন্দি করে বহুদিন হিমঘরে রেখে দিলে, তার থেকে এমন ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ছড়াতে পারে। লিস্টেরিয়া ব্যাক্টেরিয়া বাসি মাংসেই জন্মায়। পেটে গেলে মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে। পেট খারাপ, বমি, জ্বর, পেশিতে ব্যথা তো হবেই, বয়স্ক ও শিশু হলে প্রাণ সংশয়ের ঝুঁকিও থাকবে। এই রোগে অসুস্থ হয়ে আমেরিকায় হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা নাকি বেড়ে চলেছে। ভেড়া, গরু, শুয়োরের মাংস, এমনকি হাঁস, মুরগি, টার্কির মাংসেও লিস্টেরিয়া পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন সিডিসি জানাচ্ছে, যে রোগীরা সংক্রমণ নিয়ে আসছেন, তাঁদের বেশির ভাগই জ্বর, পেট খারাপ, বমি ও পেশির ব্যথায় ভুগছেন। এমনকি অনেকের শরীরে অসাড়তা, খিঁচুনির লক্ষণও দেখা গিয়েছে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয় এই ব্যাক্টেরিয়া।

এই প্রসঙ্গে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই জানাচ্ছেন, বাইরের দেশে কাঁচা মাংস প্যাকেটবন্দি করে দীর্ঘদিন ঠান্ডা ঘরে রেখে দেওয়া হয়। মাংস সংরক্ষণের জন্য রাসায়নিকও মেশানো হয়। তা থেকেই ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে। যে কোনও মাংসেই এমন ব্যাক্টেরিয়া জন্মাতে পারে। চিকিৎসকের কথায়, হ্যামবার্গার, হট ডগ অথবা স্যান্ডউইচে দেওয়ার জন্য হালকা রান্না করা অথবা কাঁচা মাংস প্যাকেটে ভরে বিক্রি করা হয়। রান্নার সময় কমানোর জন্য ছোট ছোট টুকরো বা "স্লাইস" করেই মাংস কেটে প্যাকেটবন্দি করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এমন প্যাকেটজাত মাংস হিমঘরে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, সব প্যাকেটজাত মাংস খেলেই যে জীবাণু সংক্রমণ হবে তা নয়। কী ভাবে সেই মাংস সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কাটা মাংস কবে প্যাকেটবন্দি করা হচ্ছে, সেই তারিখ ও সময় লেখা থাকে প্যাকেটের উপর। তাই এমন মাংস কেনার সময় সেই তারিখ দেখে নিতে হয়। যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও সেই মাংস বিক্রি হয় এবং লোকজনও কিনে খান, তা হলে অসুখ হতে বাধ্য। আমাদের দেশেও মাংস কেটে দীর্ঘ সময় রেখে দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসক জানাচ্ছেন, টাটকা মাংস থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি কম। যদি সেই মাংসই প্যাকেটে ভরে সাত থেকে আট দিন রেখে দেওয়া হয়, তখন তাতে জীবাণু জন্মাতে পারে। কারণ ঠান্ডা ঘরে রাখলেও ভিতরে ভিতরে মাংসের পচন শুরু হয়। আর সেই পচে যাওয়া মাংসের কোষগুলিতেই ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। বাইরে থেকে দেখে তা বোঝা যায় না। কিন্তু সেই মাংস খেলে তখন বিষক্রিয়া হতে পারে শরীরে।

দর্পনের চলমান নানা ছবিই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ ভালো নেই

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : একের পর এক ভাঙচুর। অত্যাচার। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিডিও মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বময়। এই দর্পনের চলমান নানা ছবিই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ ভালো নেই। আসছে সমবেদনা এবং আশ্বাসমাখা নানা প্রতিক্রিয়াও। কিন্তু হাতেনাতে পাশে দাঁড়িয়ে বাঁচানোর লোকের অভাব।

ক্রমাগত প্রচন্ড কান্না, চৎকার। জানলার কাঁচ ঝমঝম করে এসে পড়ল ডাইনিং টেবিলের গ্লাসটপের ওপর। "মরে গেলাম! ও বাবা গো, মা গো! প্লিজ! প্লিজ!" অসহায়তা আর বাঁচার চরম আকুতি ফুটে উঠেছে তনুশ্রী ভট্টা পর্ণার দেওয়া ভিডিওতে। খিলগাঁও নন্দীপাড়া বড়বটতলা রঞ্জনের বাড়ি ও কালী মন্দিরের হামলার একটি ভিডিও পেশ করেছেন শ্যামা মণ্ডল।

সামাজিক মাধ্যমে আজাদ আবুল কালাম বড় হরফে লিখেছেন, "খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাস নিয়ে বের হচ্ছে, শহরের নিরাপত্তা দিতে। খুলনাবাসি, ওদের পাশে থাকুন"।

কোনও জায়গায় গণ্ডগোল হলে আর্মি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর দিয়ে সেটি শেয়ার করার অনুরোধ করেছেন কেয়া কর্মকার। পিরোজপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর জাহিদের ফোন নম্বর দিয়েছেন অপর্না হালদার। এই সব ভিডিও এবং তথ্য নেটনাগরিকদের আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাউথ ইস্টার্ন মাইনোরিটি কালেক্টিভ'-এর সভানেত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহা।

সংগীত পরিচালক অজয় মিত্র বড় হরফে লিখেছেন, "সংগীত শিল্পী রাহুল এর বাড়ি আগুন দেয়া হল? সে প্রানে বেঁচে গেছে অন্যের সাহায্যে, সেলিব্রেটি শিল্পীরা সংহতি জানাবেন না?" প্রতিক্রিয়ায় অম্বিক বর্মণ লিখেছেন, "রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অচিরেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে। ঢাকার পতন অবশ্যম্ভাবী। অনির্বান সাহা লিখেছেন, "বাংলাদেশে তালিবানি শাসন শুরু হবে"। রতন চন্দ্র নাথ লিখেছেন, "দেশ ধ্বংশ, ধ্বংশ, ধ্বংশ। কোন দিন ভালো হবে না। ১০০ গ্যারান্টি"। চুনি ইসলাম লিখেছেন, "ধিক্কার জানাই।"

অজয়বাবু সোমবার রাতে বড় হরফে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "লিখতে পারছি না। হাত কাঁপছে সব কিছু দেখে। হে ঈশ্বর তুমি ন্যায় অন্যায় সব দেখছ বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম"। বীথি পাণ্ডে লিখেছেন, "লিখতে হবে দাদা লিখতে হবে।

এখন সময় হয়েছে কথা বলার। আর কতো?" মোসাদ্দিক উজ্জ্বল লিখেছেন, "আপনার পাশে আছি। যে কোনো প্রয়োজনে"। স্বপন সরকার লিখেছেন, "যে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর কোন মুল্য নাই সেই প্রজন্ম। দেশ ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে।

সামাজিক মাধ্যমে অপর একটি পোস্টে সংগীত পরিচালক অজয় মিত্র বড় হরফে লিখেছেন, "দোকান ভাংচুর লুটপাট নিজ চোখে দেখে এলাম। কোন গার্ড নেই"। চট্টগ্রামের বাংলাদেশ বেতারের এতু সিংহ লিখেছেন, "আমাদের এখানের অবস্থা খুবই খারাপ।

এর নামই স্বাধীনতা।" কলকাতা থেকে সহমর্মিতা জানিয়ে পূর্ব রেলের চিফ অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন, "এর শেষ কোথায় কে জানে!" চট্টগ্রামের যীশু দেবরায় লিখেছেন, "আমাদের অবস্থা তেমন ভালো না। হামিদুর রহমান লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামে আগুন দিলো। আর্মি কী করলো? বাহরে বাংলাদেশ!"

আলুর দাম বৃদ্ধি: লাগাম টানতে টাস্ক ফোর্সের অভিযান

উল্টোডাঙ্গা, ৬ আগস্ট(হি.স.) : রাজ্যে আলুর দাম যে হারে বেড়েছে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে মঙ্গলবার সকাল থেকে টাস্ক ফোর্স সদস্যরা মাঠে নেমেছেন। উল্টোডাঙ্গা পাইকারি বাজারে টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে এবং উল্টোডাঙ্গা থানার পুলিশকর্তারা অভিযান চালান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্টের অফিসাররা।

টাস্ক ফোর্স সদস্যরা আলু ব্যবসায়ীদের আজকের আলুর দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যারা ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে যারা বেশি দামে আলু বিক্রি করছেন, তাদের সতর্ক করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী আলু বিক্রি করতে হবে। অন্যথায়, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্য সরকার আশা করছে, আলুর দাম শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমবে।

বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা : হিলি সীমান্তে বাণিজ্য বন্ধ, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

হিলি, ৬ আগস্ট(হি.স.): বিপাকে ব্যবসায়ীরা! মঙ্গলবার সকাল থেকেই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে তাদের। এখন সবার চোখ বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হয়, তার দিকে।বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে দেশজুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এর ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, যার কারণে দুই দেশের ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিকরা বিপাকে পড়েছেন।

ব্যবসায়িক সূত্রে জানা গেছে, হিলি সীমান্তে বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রাক আটকে আছে। এতে ভারতীয় ট্রাক ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে, চিকিৎসার জন্য ভারতে আসা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী নাগরিকও সীমান্ত বন্ধের কারণে দেশে ফিরতে পারছেন না, যা তাদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে।

টানা তিন সোনা জয়ের পর অবশেষে ধাক্কা খেলেন সিমোন বাইলস

প্যারিস, ৬ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকে টানা তিন সোনা জয়ের পর অবশেষে ধাক্কা খেলেন সিমোন বাইলস। শেষটা সোনায় রাঙাতে পারলেন না সিমোন বাইলস। ব্যক্তিগত ফ্লোর এক্সারসাইজে রুপো জিতলেও ব্যালান্স বিমে কোনও পদকই জিততে পারেননি এই মার্কিন অ্যাথলিট। এর আগে মহিলাদের ভল্ট, ব্যক্তিগত অল-অ্যারাউন্ড এবং দলগত অল-অ্যারাউন্ডে সোনা জিতেছিলেন কিংবদন্তি সিমোন বাইলস। আপাতত ৭টি সোনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে

রাস্তা থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

নদিয়া, ৬ আগস্ট (হি.স.) : নদিয়ার ফুলিয়া বেলঘড়িয়া থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ফুলিয়ার প্রফুল্ল নগর সংলগ্ন রেললাইনের পাশে রাস্তার উপর থেকে ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস (২৪) নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস কলকাতার একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন এবং মাসখানেক আগে বাড়ি ফিরেছিলেন।

তাঁর বাবা কৃষ্ণ বিশ্বাস জানান, সোমবার বিকেলে বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি ইন্দ্রজিৎ। রাতভর পরিবারের তরফ থেকে একাধিকবার ফোন করেও তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে পুলিশ পরিবারকে খবর দেয় যে রেললাইনের পাশে রাস্তার উপর একটি রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেছে। পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে শনাক্ত করেন, এটি তাদের ছেলে ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসের দেহ। ইন্দ্রজিতের পরিবার জানিয়েছে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে হাওড়া-আমতা শাখায় ফের যাত্রী দুর্ভোগ

হাওড়া, ৬ আগস্ট(হি.স.) : দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-আমতা শাখায় ফের যাত্রী দুর্ভোগের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার অফিস টাইমে ডাউন আমতা-হাওড়া লোকালের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাঁকরা নয়াবাজ স্টেশনে প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি, ফলে পরিষেবা ব্যাহত হয় এবং যাত্রীরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। অনেক যাত্রী কাজের গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যান, আর কেউ কেউ সাতরাগাছি পর্যন্ত হেঁটে যান এবং সেখান থেকে ট্রেনে কিংবা বাসে কর্মস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

পলাশ দীর্ঘাঙ্গী নামে এক যাত্রী জানান, এই লাইনে প্রতিদিনই ট্রেন দেরিতে চলে, যা কাজের ক্ষেত্রে বিশাল সমস্যা তৈরি করে। আজকের যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং তার মাইনে কাটা যাবে। আরেক যাত্রী শেখ শহিদুল বলেন, ট্রেনের দেরির কারণে রাত একটায় বাড়ি পৌঁছান, যা অত্যন্ত কষ্টকর।

যাত্রীদের অভিযোগ অনুযায়ী, আজ ট্রেনের চাকা এবং ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, যার ফলে ট্রেনটি থেমে যায়। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন।

মঙ্গলবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): দেশে মঙ্গলবার পেট্রোলিয়াম পণ্যের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটারে ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৯০ ডলার বা ১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.২০ ডলারে প্রবণতা রয়েছে।ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ১.১১ শতাংশ বা ১.৫২শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭৪.০৫ ডলারে লেনদেন করছে।

বাংলাদেশে বাঙালিদের বর্তমান সঙ্কট, শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণ দিলীপের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশে বর্তমানে বাঙালিদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার দিলীপবাবু এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জন্যই আজ আপনাদের বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালি হয়ে বাঁচতে হচ্ছে না।" প্রসঙ্গত, দেশভাগের পরিকল্পনার সময় কলকাতা-সহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের একাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ বাংলার সকল জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান গত তথ্য দেখিয়ে দাবী করলেন -- "যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্থানে যাবে তা হলে বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্থানে কেন যাবে"? তাঁর যুক্তিকে তৎকালীন ইংরাজ সরকারও অস্বীকার করতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদ শুধু পশ্চিমবঙ্গ আদায়েই তাঁর দাবি সীমাবদ্ধ রাখেননি, স্বাধীনতার পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। নির্যাতিত উৎখাত হিন্দুদের পুনর্বাসনের দাবিতে অনড় থেকে তিনি ১৯৫০-এ পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগও করেন। ১৯৫০-এর অগস্টে সংসদে সুদীর্ঘ ভাষণে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন, তিনটি উপায়ে ভারত পাকিস্তানের শরণার্থী সমস্যার সমাধান হতে পারে।

নিম্নমানের রেশন সামগ্রী দেওয়ায় প্রতিবাদ কালচিনির চা বাগানের শ্রমিকদের

আলিপুরদুয়ার, ৬ আগস্ট (হি.স.) : নিম্নমানের রেশন সামগ্রী দেওয়ার কারণে মঙ্গলবার সকালে বন্ধ থাকা কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায়। আসলে এক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে কালচিনি চা বাগান। বর্তমানে সরকারি রেশনই শ্রমিকদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। নিম্নমানের রেশন সামগ্রীর কারণে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ। এই কারণে এদিন শ্রমিকরা নিম্নমানের চাল নিতে অস্বীকার করে।

বিমায় জিএসটি মধ্যবিত্তদের ওপর বাড়তি বোঝা: মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের সামনে প্রতিবাদ ইন্ডি জোটের সদস্যদের। জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে, এই দাবি তুলে মঙ্গলবার প্রতিবাদ দেখান তাঁরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে হাজির হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। রাহুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শরদ পাওয়ার, সুদীপ ব্যানার্জি, সাগরিকা ঘোষ-সহ একাধিক বিরোধী দলের বহু সাংসদ।

এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, দেশের মধ্যবিত্তের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে ইন্ডি জোট। যেভাবে জিএসটি আদায় নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপছে তা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে হবে। সরকারের কর নীতিতে ভুগছেন সাধারণ মানুষ। ২০২৪ সালে ভারতে চিকিৎসা ব্যয় এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। তার ওপর এই কর (জিএসটি) অমানবিক বলেও ব্যাখ্যা করেন খাড়গে।

বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি, সংসদের সামনে প্রতিবাদ ইন্ডি জোটেব

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি. স.) : জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের সামনে প্রতিবাদ ইন্ডি জোটের সাংসদদের। জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে, এই দাবি তুলে মঙ্গলবার প্রতিবাদ দেখান তাঁরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে হাজির হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। রাহুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শরদ পাওয়ার, সুদীপ ব্যানার্জি, সাগরিকা ঘোষ-সহ একাধিক বিরোধী দলের বহু সাংসদ।

কর্ণাটকে রাস্তার মাঝে হঠাৎ আগুন বাসে, হতাহতের খবর নেই

বেঙ্গালুরু, ৬ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার কর্ণাটকের শিবমোগার সাগর টাউনে হঠাৎই একটি বাসে অগ্নিকাণ্ড। ভাটকল থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে বাসটিতে আগুন লাগে বলে জানা যায়।

জানা গেছে, কর্ণাটক রাজ্য সড়ক পরিবহন দফতরের বাস ছিল এটি। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কীকরে হঠাৎ করে বাসে আগুন লাগলো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিলুপ্ত জাতীয় সংসদ, ঘোষণা রাষ্ট্রপতির, মুক্ত বিএনপি-নেত্রী খালেদা জিয়া

।। বিশেষ প্রতিনিধি।।ঢাকা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিন। আজ মঙ্গলবার পরন্ত-বেলায় রাষ্ট্রপতির প্রেস উইঙের প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে এ ছাড়া বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এতে আরও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল বিকালে বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিন।

উল্লেখ্য, গত ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন মামলায় আটকদের মুক্তি দেওয়াও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছেন। তার মধ্যে তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল-মামুন, আন্দালিব রহমান পার্থ, ভিপি নুর, ছাত্র সহ অনেকে।

কোনও বিপ্লবের শেষে লুঠ করে বিপ্লবীদের বাড়ি ফিরতে কখনও দেখিনি, তোপ তথাগতের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিনিসপত্র লুঠ করা নিয়ে এক্স বার্তায় কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সঙ্গে পুনরায় পোস্ট করেছেন ওই লুঠের একটি ভিডিও ও দুটি স্থিরচিত্র।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "এত বিপ্লবের কথা পড়েছি শুনেছি তবে পৃথিবীর কোন বিপ্লবের শেষে চেয়ার টেবিল ফ্যান এমনকি ফুলের টব লুঠ করে বিপ্লবীদের বাড়ি ফিরতে কখনো দেখিনি!"এদিন এক্স বার্তায় সুজয় মণ্ডল ও শান্তনু বিশ্বাসের সমগোত্রীয় দুটি পোস্ট পুনরায় পোস্ট করেছেন তথাগতবাবু। সুজয়বাবুর পোস্টে লিখেছেন, "রাজহাঁস থেকে শুরু করে ফ্রিজের মাছ, অন্তর্বাস থেকে শুরু করে টিভি, আহা কি মহান বিপ্লবী!" শান্তনুবাবু পোস্টে লিখেছেন, "৭৫ বছর বয়সী এক মহিলা প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্বাস লুঠ করে উল্লাসে মেতে ওঠা ছাত্র আন্দোলন ও দেখিনি।"

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হিন্দুদের কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া হিন্দুদের কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, "হিন্দুরা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বেশিরভাগ পূর্ব পাকিস্তান আমলে, ১৯৪৭-১৯৭১। কিন্তু দোষ এই গাধা গন্ডমূর্খের নয়। দোষ সেই সব পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হিন্দুদের, যারা নিজেদের "একখান দ্যাশ আসিল" বলে বিলাপ করেছেন, কিন্তু কেন এবং কি করে তারা চৌদ্দপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে এলেন তা পরবর্তী প্রজন্মকে বলে যান নি।

এদিন এক্স বার্তায় জনৈক কৌস্তভ ব্যানার্জী লিখেছেন, "হিন্দু বাংলাদেশী অত্যাচারিত হলেও কিছু যায় আসে আমাদের, ওরা বিদেশী , ভারতীয়রা নাকে কান্না বন্ধ করুক, ১৯৭১ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রিফিউজি ঢুকেই চলেছে তাদের আধার ভোটার, যা পাসপোর্ট সব আছে। ধর্মের চেয়ে দেশ বড়। মাতৃভাষার চেয়ে মাতৃভূমি বড়। সব ওপেন বর্ডার সিল হোক।" এর প্রেক্ষিতেই ওপরের মতামত লিখেছেন তথাগতবাবু।

এই সঙ্গে তথাগতবাবু এদিন অপর একটি এক্স বার্তায় লিখেছেন, "রোববার সারা বাংলাদেশে সহিংস বিক্ষোভে নিহত ১০০ জনের মধ্যে বাংলাদেশের রংপুরের একজন হিন্দু কাউন্সিলর কাজল রায়ও ছিলেন। প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত করে যে ইসকন এবং কালী মন্দির সহ হিন্দুদের বাড়ি, ব্যবসা, দোকান এবং মন্দিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ভক্তরা বিপদজনক পরিস্থিতিতে ওই সব জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও এসেছে যে রবিবার, জমিয়তে ইসলামী গ্রুপের সাথে জড়িত মৌলবাদীরা রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ ভৌমিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে।"

জল্পেশের শ্রাবণী মেলায় পুণ্যার্থীদের রেকর্ড ভিড়, ভাঙল ব্যারিকেড

ময়নাগুড়ি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির জল্পেশের শ্রাবণীমেলায় ভিড়ের চাপে ভাঙল ব্যারিকেড। কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও পুলিশের তৎপরতায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে। ভিড়ের চাপে বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।মঙ্গলবার জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, রবিবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত জল্পেশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে। মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'শ্রাবণীমেলার ইতিহাসে সবথেকে বেশি ভিড় হল এই সোমবার। ভিড়ের চাপে কয়েকটি ব্যারিকেড ভেঙেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমরা মন্দিরে প্রবেশের জন্য যে টিকিট ছিল কাউন্টার তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই।'শ্রাবণ মাসের তৃতীয় রবিবার থেকেই জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ব্যাপক ভিড়ের অনুমান করা হয়। দেড় থেকে দুই লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে আশা করেছিল মন্দির কমিটি ও প্রশাসন। তবে সেই আশাকে ছাড়িয়ে যায় সোমবারের ভিড়। রবিবার রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের লাইন মন্দির থেকে কয়েক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। এশিয়ান হাইওয়ে ও ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের চারলেনের রাস্তাতেও ভিড়ের চাপ যথেষ্ট টের পাওয়া গিয়েছে। পুণ্যার্থীদের হুড়োহুড়ির চাপে মন্দিরে প্রবেশের টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জল্পেশে ভিড় ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি।রাত সাড়ে ৩টা নাগাদ ভিড়ের চাপে জল্পেশ মন্দিরের সদর গেট হাতিদুয়ারের বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে যায়। তারপর সিকিউরিটি গেটও ভেঙে যায়। ঠিক তারপরেই লোহার ব্যারিকেড ভেঙে হাজার হাজার পুণ্যার্থী একসঙ্গে মন্দির চত্বরে ঢুকতে থাকেন। ভিড়ের চাপে অসুস্থ পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত রাতভর কাজ করেন। পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'রবিবার রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। পুলিশের সক্রিয়তায় কোনও অশান্তি বা দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে সেদেশের শিল্পী কলাকুশলীদের একাংশ

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তি শুধু হাতুড়ি দিয়ে ভাঙাই হয়নি, জেসিপি দিয়ে গুঁড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। ইসকন, কালী মন্দিরে ভাঙচুরের অভিযোগ। হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকেও নাকি ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। এতে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে সেদেশের শিল্পী কলাকুশলীদের একাংশ।

বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার এবং নাট্য নির্মাতা মোস্তাফা সারোয়ার সিদ্দিকি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "বিজয়ের আনন্দ অবশ্যই করবো! কিন্তু এখন সময় সংযমেরও, চোখ কান খোলা রাখারও। আমরা ২০ বছর প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখেছি। প্রতিহিংসার উত্তর দিবো আমরা কাইন্ডনেস এবং এমপ্যাথি দিয়ে। পাশাপাশি আমরা চোখ খোলা রাখবো আগামী দুই তিন দিন। নিশ্চয়ই আমরা একটা মানবিক গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের দিকে আগাইয়া যাবো। লাস্টলি, স্যালুট টু বাংলাদেশী ইয়ুথ অ্যান্ড পিপল ফ্রম অল ওয়াকস। টুগেদার উই স্ট্যান্ড টল।"পেশাগত কাজে কুড়ি দিন আমেরিকায় থাকার পর ঢাকায় ফিরে কিছুকাল আগে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন গায়ক-অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন, "এই কয়দিন খবরগুলো দেখে হতবাক হয়েছি। হয়েছি শোকাহত! সমাধানের অন্য কোনও পথ কি খোলা ছিল না? গুলি কেন করতে হল? বুকের রক্ত না ঝরিয়ে সুষ্ঠু সমাধান করা যেত না? যা ঘটে গেল এটা যেমন মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়, বিষয়টা তেমনই হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক এবং সভ্যতা বর্হিভূত! আমি খুব সাধারন একজন মানুষ এবং অভিভাবক হিসেবে রাজনীতির এত এত কঠিন কৌশল বুঝি না। শুধু একটা প্রশ্ন বুঝি, তরুন তাজা যে প্রাণগুলো অকালে ঝড়ে গেল, তার দায় কে নেবে? যে মায়ের বুক খালি হল, তাঁর আর্তনাদ কি কোনও জনমে শেষ হবে? হায় রে দুর্ভাগা দেশ! নোংরা রাজনীতির নামে এই রক্তপাত বন্ধ হোক!" মঙ্গলবার সেই চঞ্চলের মুখে কুলুপ।সাম্প্রদায়িক হিংসার খবরে বেশ উদ্বিগ্ন অভিনেত্রী ও মডেল আজমেরী হক বাঁধন। অবিলম্বে এই হিংসা ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার ডাক দিয়েছেন তিনি। সবাইকে শান্ত আর্জি জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "সাম্প্রদায়িক হিংসার খবর গভীরভাবে উদ্বেগজনক এবং তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন, যদি আমাদের হিন্দু ভাই-বোন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়।"

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান ছাত্রদের প্রতি আমরা আসাশীল : বিএনপি মহাসচিব

।। বিশেষ প্রতিনিধি।।ঢাকা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। তিনি বলেন, ছাত্রদের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা প্রথমে তাঁদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলাম।আজ মঙ্গলবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির।বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির আরও বলেন, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রধান। তিনি আমাদের যখন ডাকবেন, তখন নাম প্রস্তাব করা হবে। বিএনপির সায়ী কমিটির বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৈঠকে তিনি ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন। দেশে এখন কোনও সরকার নেই। তাই রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিনকে অনুরোধ করবো অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করতে। অন্যথায় দেশের রাজনৈতিক মাঠে শূন্যতা দেখা দিতে পারে।

খালেদা জিয়া কবে রাজনীতির ময়দানে আসবেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া এখন খুব বেশি অসুস্থ। যখন সুস্থতাবোধ করবেন তখনই রাজনীতির ময়দানে আসবেন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আমরা অনুরোধ করেছি, তিনি যেন দ্রুত দেশে ফিরে আসেন। সবকিছু ঠিকঠাক করে তিনি দেশে চলে আসবেন।

উল্লেখ্য, বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বরচন্দ্র রায় ও সেলিমা রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অবসর ভেঙে আবার মাঠে ফিরছেন কার্তিক

মুম্বই, ৬ আগস্ট (হি.স.): গত জুনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন দীনেশ কার্তিক। মঙ্গলবার জানা গেছে, অবসর ভেঙে আবার মাঠে ফিরছেন তিনি। তিনি এখন দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে খেলবেন। অর্থাৎ ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দীনেশ কার্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টি-টোয়েন্টিতে খেলতে যাচ্ছেন। কার্তিক খেলবেন পার্ল রয়্যালসের হয়ে। এটি আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের দল। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে। কার্তিক ভারতের হয়ে ১৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। আইপিএলের আগামী দুই মরসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পরামর্শক ও ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করবেন তিনি। নিয়মিত ধারাভাষ্যও দেন কার্তিক। এরই মাঝে ৩৯ বছর বয়সী কার্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টিতে খেলার ঘোষণা করলেন।

Page-3 and 5.pmd 2 07-08-2024, 12:14

সংসদে বিবৃতি

● প্রথম পাতার পর

বলা হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে দিল্লি। তার মাঝেই নতুন করে জয়শঙ্কর, ডোভালের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শাহ।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছে ভারত, জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। ভারত সে দিকেও নজর রেখেছে। পরিস্থিতি কোন দিকে যায় এখন নজর দিল্লির। এদিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় দেবদেবীর মন্দির এবং হিন্দুদের উপর দুষ্কৃতিদের আক্রমণের ঘটনার এক তালিকা। তারা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও জানিয়েছে।

বাংলাদেশে চলমান

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাই তাঁরা দেশে ফিরলেন। যখন পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে এবং পুনরায় প্রকল্প চালু হবে তখন বাংলাদেশে ফিরে যাবেন।

মহঃ ইউনুস!

● প্রথম পাতার পর

রক্ষা কমিটি' গঠনের জন্য ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানের সকল অংশগ্রহণকারী ও আপামর জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দ্রুত বাস্তবায়নে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। দেশ গঠনে সচেষ্ট হোন।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বঙ্গভবনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানেরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন মামলায় আটককৃতদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, ইতিমধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার বিকেলে রাষ্ট্রপতির প্রেস উইংয়ের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সেন্টার পরিদর্শনের সময় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত সংস্থা ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারের অধীনে ৫টি রিজিওন্যাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার রয়েছে। রাজ্যের স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারটি রিজিওন্যাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করছে।

রাজ্যে গুণগত, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারটি কাজ করছে। এছাড়াও পরিদর্শনকালে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিত বসু উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাকালে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা স্টেট লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে শান্তি ফিরে আসুক মানুষ যেন শান্তিতে থাকতে পারে : প্রার্থনা দেবের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): ওপার বাংলার প্রযোজক সেলিম খান ও তাঁর ছেলে অভিনেতা শান্ত খানকে পিটিয়ে খুনের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। সেলিম খান, এদেশের তারকা অভিনেতা প্রযোজক দেবের সহ-প্রযোজকও বটে। সেই বিষয়ে মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন অভিনেতা।বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন, মর্মাহত অভিনেতা। দেবের কথায়, "শুধু সেলিম খান বা ওঁর পরিবার নয়, বাংলাদেশে যা দেখছি আমরা কিছুদিন ধরে, যে ভিস্যুয়ালগুলো সামনে আসছে, তা সত্যিই খুব দুঃখজনক। আমি বিশেষ এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না, এটা পুরোপুরি একটা দেশের ব্যাপার। আমার মনে হয় না যে আমার বিশেষ কিছু বলা উচিত। আমি এটুকুই চাই যে বাংলাদেশে আবার শান্তি ফিরে আসুক। মানুষ যেন আবার শান্তিতে থাকতে পারে। যে ভালবাসা, আনন্দ নিয়ে ওঁরা থাকতেন, সেই শান্তি যেন আবার ফিরে আসে।"সেলিম খানের মৃত্যুর খবরও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি দেব। দেব বলেন, ""আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এরকম হতে পারে। কিন্তু পরে সত্যিই যখন বুঝলাম যে এমনটাই হয়েছে, এবং শুধু ওঁর ক্ষেত্রে নয়, গোটা বাংলাদেশের জন্যই এটা খুবই কঠিন সময়"।দেব বলেন, "আমি বাংলাদেশে বহুবার গিয়েছি, খুব প্রিয় জায়গা আমার। আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভাল। ওঁদের মতো ভদ্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ খুব কম দেখেছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে এটুকুই অনুরোধ করব যেন শান্তি ফিরে আসে বাংলাদেশে, আবার যেন ভালবাসায় বেঁধে থাকে।""প্রসঙ্গত, সোমবারই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশের শাসনব্যবস্থার রাশ এখন সেনাবাহিনীর হাতে। তারপর থেকে একের পর এক চাঞ্চল্যকর দৃশ্য এসেছে প্রকাশ্যে। গণভবনে তাণ্ডব থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙা, রাতে খবর মেলে কোথাও পুড়িয়ে মৃত্যুর খবর, কোথাও গণপিটুনিতে মৃত্যু। উত্তাল, অশান্ত, উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ।

ফুলবাড়ি সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে ফিরছেন বাংলাদেশি নাগরিকরা

জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে হিংসার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে ফুলবাড়ি সীমান্তে তৎপরতা বাড়িয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। বিএসএফ "হাই অ্যালার্ট"-এ রয়েছে। এদিকে কড়া নিরাপত্তায় ফুলবাড়ির ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করছেন দুই দেশের নাগরিকরা।সোমবারের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে দুই দেশের নাগরিকদের সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়।উল্লেখ্য, ছাত্র আন্দলনের জেরে সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শেখ হাসিনা।এরপরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারীদের লুটপাট, উল্লাসের ছবি দেখা যায়।এই অবস্থায় সীমান্তে যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে সেকারণে নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।এদিকে বিভিন্ন কারণে ভারতে আসা নাগরিকদের এদিন বাংলাদেশে ফিরে যেতে দেখা যায়।বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া নাগরিকেরা জানান, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।দেশে শান্তি ফিরে আসুক এই দাবী জানান তারা।

পান্ডুয়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু কৃষি শ্রমিকের

হুগলি, ৬ আগস্ট (হি. স.) : হুগলির পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত বিলছড়া তামলের পার মাঠে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক কৃষি শ্রমিকের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম সুকুমার ক্ষেত্রপাল(৪৫)।চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন জমিতে কর্মরত আরও একজন খেত মজুর। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে পান্ডুয়া গ্রামীন হাসপাতালে। এদিন দুপুরে পান্ডুয়ার হরালদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলছড়া তামলের পার মাঠে ধান রোয়ার কাজ করছিলেন জনা দশেক কৃষি শ্রমিক। তখনই ঘটে বিপত্তি। হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। আচমকাই শুরু হয়ে যায় ভারি বৃষ্টি, সঙ্গে চলতে থাকে ঘন ঘন বজ্রপাত। বৃষ্টির মধ্যেই ওদিকে চলতে থাকে ধান রোয়ার কাজ। তখনই হঠাৎ বজ্রাঘাতে আহত হন সুকুমার। তাঁকে মাঠ থেকে তুলে পান্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।চিকিৎসক জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

৮৭ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সিবিএসি পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রায় ৯০ু পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পভুক্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলোর দ্বাদশ মানের পরীক্ষার সামগ্রিক পাসের হার ৫৫ু থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ু-এ উন্নীত হয়েছে। রাজ্যের ৯২টি সিবিএসি- অধিভুক্ত সরকারি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে ১৭৩৩ জন পরীক্ষার্থী সিবিএসি পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির পর্ষদ পরীক্ষা-২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে পাশ করেছে ৭৩০২ জন পরীক্ষার্থী।

দশম ও দ্বাদশ পরীক্ষায় এই উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী এন সি শর্মা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ে সফল হওয়া সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং এই অভিযাত্রায় তাদের পৃষ্ঠপোষণকারী অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাবিদ এবং অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা সহ অন্যান্যদের প্রতি অনুরোধ করেন যেভাবে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়গুলো রিমেডিয়াল ক্লাস ইত্যাদির মাধ্যমে ফলাফল উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়াস নিয়েছিল, তা যেন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সহযোগিতা বিদ্যালয়গুলোকে প্রদান করা হবে বলে তিনি দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করেন।

নিগম কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

বলা হয়েছিল তাঁদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি। নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, তাদেরকে দিনে আট ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা ডিউটি করানো হচ্ছে। ফলে আজ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ ভবনের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। শ্রমিকরা বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে তাদের বিকেল চারটায় আবার দেখা করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

বলো ঘোষণা করে। চিকিৎসক জানায় শ্রমিকের নাম সুরেশ বাল্মিকী দাস(৩৫)। বাড়ি বহির রাজ্যে। বর্তমানে সুরেশ বাল্মিকী দাশের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃতের কারণ জানা যাবে বলে চিকিৎসক জানান।

বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

জওয়ানরা নজর রাখছে মৈত্রী সেতুরসহ সেতু সংলগ্ন এলাকার উপর। সাব্রুম থানার পক্ষ থেকে রয়েছে টি এস আর জওয়ান এবং পুলিশ বাহিনী। সাব্রুম থানার পুলিশ অফিসার মরন বৈদ্য জানান, সীমান্তে যেকোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাবেন পুলিশও।

পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত ডিফু শহর, লাঠিচার্জ, শূন্যে গুলি

ডিফু (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : পুলিশ ও জনতার খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ডিফু শহর। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে এক সময় লাঠিচার্জ এবং পরে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে হয়েছে।

কারবি আংলং জেলায় পিজিআর ও ভিজিআর ভূমিতে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করার দাবি সহ কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের 'ভুয়ো' প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে ডিফু শহরে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করেছিলেন স্থানীয় মানুষ। এদিন দুপুরে বিড়লা সারদা খেলার মাঠ থেকে প্রতিবাদী মিছিল ডিফুর ডন বসকো স্কুল হয়ে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয়ে যাওয়ার পথে ডিফু বনবিভাগের ইস্ট ডিভিশন থেকে আরবেটামের কাছে প্রতিবাদকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ।

প্রতিবাদকারীরা পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে আমলাপট্টিতে পৌঁছার পর সেখানে পুলিশ সুপার সঞ্জীব শইকিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মিছিলে বাধা দেয়। তখন পুলিশ ও প্রতিবাদকারীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ডিফুর আমলাপট্টি এলাকা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠিচার্জ করে। এতে কোনও কাজ না হওয়ায় পুলিশ বাধ্য হয়ে শূন্যে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। তখন প্রতিবাদকারীরা মিছিল ভঙ্গ করে সেখান থেকে রংনিহাংয়ে সারা ভারত কারবি ছাত্র সংস্থার কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান প্রতিবাদ শুরু করেন।এরই মধ্যে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য প্রতিবাদস্থলে হাজির হলে পরিস্থিতি আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং প্রতিবাদকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে অবস্থানস্থল ত্যাগ করেন।তুলিরাম রংহাং প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি চালানোর নিন্দা জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ করার অধিকার সবারই রয়েছে।এদিকে প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠি চার্জে বেশ কয়েকজন প্রতিবাদকারী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে রংনিহাংয়ে সারা ভারত কারবি ছাত্র সংস্থার কার্যালয় প্রাঙ্গণ ১০ মিনিটের মধ্যে প্রতিবাদকারীদের খালি করার নির্দেশ দেওয়ার পর প্রতিবাদকারীরা সেখান থেকে চলে যান। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং ডিফু শহরে শান্তি বিরাজ করছে বলে দাবি পুলিশের।

পণ্য আনলোডিঙে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থির বৃদ্ধি অব্যাহত

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। চলতি বছরের জুলাই মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১,০৫৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। এফসিআই-এর চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাক-সবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ মঙ্গলবার এক প্রেসবার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, ২০২৪-এর জুলাই মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৯৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৫টি রেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রী বোঝাই ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭২টি, নাগাল্যান্ডে ২৩টি, অরুণাচল প্রদেশে ১১টি, মণিপুরে দুটি এবং মিজোরামে নয়টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়া, ২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের পশ্চিমবঙ্গে ১৯১টি পণ্যবাহী এবং বিহারে ১৫৫টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে।প্রেসবার্তায় তিনি জানান, আনলোডিঙের কাজ আরও সুবিধাজনক করে তুলতে আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং আরও গুডস শেড চালু করা হয়েছে। যার ফলে সীমিত সময়ের মধ্যে অন্তর্মুখী রেক আনলোড ও খালি করার জন্য গ্রাহক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা উপকৃত হয়েছেন। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্ন-অ্যারাউন্ডের সময় হ্রাসের পাশাপাশি আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বভারতীতে স্থগিত হয়ে গেল "মুজিব, দ্য মেকিং অফ নেশন" বায়োপিক দেখানোর পরিকল্পনা

শান্তিনিকেতন, ৬ আগস্ট (হি.স.): শ্যাম বেনগলের নির্মিত "মুজিব, দ্য মেকিং অফ নেশন" বায়োপিক দেখানোর পরিকল্পনা ছিল। তাও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনার উদ্যোগে তৈরি "মুজিব, দ্য মেকিং অফ নেশন" নামে বায়োপিক তৈরি হয়েছিল।বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে চলতি মাসেই দেখানোর পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচির কথা ছিল । কিন্তু, বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্য তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হল । বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে অনেকগুলো পরিকল্পনা ছিল বিশ্বভারতী । যেমন- বাংলাদেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, বাংলাদেশ নাটকের ফেস্টিভ্যাল। এছাড়া, এই আগস্ট মাসের শেষের দিকে পরিচালক শ্যাম বেনগলের নির্মিত "মুজিব, দ্য মেকিং অফ নেশন" নামক বায়োপিক দেখানোর পরিকল্পনা ছিল । প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের উপর নির্মিত হয়েছে বায়োপিক ।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয় বা সেদেশের বিদেশনীতিই বা কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্বভারতী। তাই আপাতত এই সব পরিকল্পনাই যে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত তা বলাই যায় । উল্লেখ্য, এই বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনে প্রায় ৩৫ জন বাংলাদেশি পড়ুয়া আছে। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশের মাটিতে থেকে কোনও মন্তব্যই করতে চাইছেন না তারা। বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে দেশিকোত্তম দেওয়া হয়েছিল । আর বিশ্বভারতীতে বাংলাদেশ ভবন তৈরির জন্য প্রস্তাব তিনিই দিয়েছিলেন । পরে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে এই ভবন হবে তা ঘোষণা করেছিলেন । তবে এই মুহুর্তে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের বেশকিছু পরিকল্পনা ছিল, তা আপাতত হচ্ছে না । ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কী হয়, তার উপরেই নির্ভর করছে।'

কবি প্রয়াণ অনুষ্ঠান "বাংলাদেশ ভবন" থেকে স্থানান্তরিত করলো বিশ্বভারতী

বোলপুর,৬ আগস্ট (হি.স.):বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ২২ শে শ্রাবণ কবি প্রয়াণ অনুষ্ঠান "বাংলাদেশ ভবন" থেকে স্থানান্তরিত করলো বিশ্বভারতী। বৃক্ষরোপণ সহ সমগ্র অনুষ্ঠান হবে উপাসনা গৃহের বিপরীতে পুরনো মেলার মাঠে। তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৈঠক করে এমনই সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বভারতীর তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছে। এই অগাস্ট মাসেই বাংলাদেশ ভবনে পরিচালক শ্যাম বেনগলের নির্মিত "মুজিব, দ্য মেকিং অফ নেশন" বায়োপিক দেখানোর পরিকল্পনা ছিল। তাও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। কোটা আন্দোলনের জেরে উত্তাল বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়তে হল শেখ হাসিনাকে। সেনাবাহিনী দখল নিল বাংলাদেশ। আন্দোলনকারীরা দখল নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। ওপার বাংলার উত্তাল পরিস্থিতির আঁচ এপার বাংলাতেও। শান্তিনিকেতনে ২২ শে শ্রাবণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণদিবসে অনুষ্ঠান পালিত হয় বিশ্বভারতীতে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ হয়। এবার সেই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে। সেই মত প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এদিন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠক ডাকেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মণ্ডল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো, বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন ভবনের অধ্যক্ষ সহ আধিকারিকেরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনের নিরাপত্তার স্বার্থে সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানান্তরিত করা হবে । সেই মত জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প স্থান নির্বাচন করা হয় এদিনের বৈঠকে। বৈঠকে স্থির হয়, অনুষ্ঠানটি হবে উপাসনা গৃহের বিপরীতে পুরনো মেলার মাঠে। যার বর্তমান নাম জগদীশ কানন। পাশাপাশি এবারই প্রথম বাংলাদেশ ভবনে বর্ষামঙ্গল বা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তা সরিয়ে নেওয়া হল। বৈঠক শেষে উপাচার্যের নেতৃত্বে আধিকারিকেরা পুরনো মেলার মাঠ ঘুরে দেখে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভবনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিনিকেতন থানার পুলিশকেও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার জন্য জানানো হয়েছে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মণ্ডল বলেন, 'বাংলাদেশ ভবনেই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। সেটা সরিয়ে নেওয়া হল। পুরনো মেলার মাঠে হবে কবি প্রয়াণ অনুষ্ঠান। আমাদের নিরাপত্তারক্ষীরাই বাংলাদেশ ভবনের সুরক্ষায় আছে।'

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন অসম পুলিশের সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজির

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভয়ংকর সহিংস পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসকে সঙ্গে রাজ্যের সাউদার্ন রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার প্রায় ৩২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও থামেনি পৈশাচিক কার্যকলাপ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর শুরু হয়েছে নির্যাতন। উগ্র মৌলবাদী হামলা থেকে বাদ যায়নি সনাতনীদের মঠ-মন্দির, বাড়িঘর। ফলস্বরূপ এপারে বেড়েছে আতঙ্ক।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোনও সময় দুর্বৃত্তরা হামলা চালাতে পারে কাঁটাতারের বাইরে ভারতীয় গ্রামে। এছাড়া, অস্থিরতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঘটতে পারে অবৈধ অনুপ্রবেশ। তাই আজ সকালে সীমান্তবর্তী এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির সরেজমিনে খোঁজ নিতে এসেছেন সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া। তিনি চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছেন বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও।স্থানীয় দুর্গা মন্দিরে ডেকে কথা বলেছেন গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে। গ্রামবাসীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে ডিআইজি বলেন, সীমান্ত রক্ষার জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীকে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।এছাড়া করিমগঞ্জে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে শহরে অবস্থিত কালীবাড়ি রোডে কুশিয়ারা নদীর ধারে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পরিদর্শন করেছেন সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া।উল্লেখ্য, অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে বিএসএফ। উন্মুক্ত সীমান্তে বাড়তি নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বিএসএফ গোয়েন্দারা।

রাজদীপ

● প্রথম পাতার পর

রাজদীপ রায়। মঙ্গলবার সকালে তিনি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন করেন।এরপর বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি উল্লেখ করেন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং নতুন দিশায় অগ্রসর হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় লক্ষাধিক মানুষ ঘর পেয়েছেন। যাদের মাথার ওপর ছাড় ছিল না তাদের মাথা গোজার ঠাই হয়েছে। এখনো অনেকে পাননি। ২০২৬- ২৭ অর্থ বছরের মধ্যে তাদেরও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হবে। জল জীবন মিশনেও ৮৩ শতাংশ মানুষের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে গেছে। বাকিটাও সম্পূর্ণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় প্রতিটি গ্রামে পাকা রাস্তা হয়েছে।পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন সংগঠনকে মজবুত করতে হলে প্রয়োজনে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি আনাচে-কানাচে চষে বেড়াবেন। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জেলা থেকে বুথ থরের নেতৃত্ব দের সহযোগিতা করার আহ্বান রাখেন।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি সুতপা রায় বর্মন, পিতা শীবদাস রায় বর্মন, বাড়ি টাউন বড়দোয়ালি, থানাঃ- পশ্চিম আগরতলা থানা, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা নিবাসী। ০১/০৫/২০০৬ ইং সালে কৈলাশহর থানাধীন কাজিরগাও এলাকার নৃপেন্দ্র পালের ছেলে তপন পালের সাথে আমার বিবাহ হয়।দীর্ঘ পারিবারিক বিবাদের পর গত ২০২০ ইং সালে মহামান্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় (২৪৩/২০২০ইং আদেশ মূলে)। আমাদের একটি পুত্র সন্তান, নবেন্দু পাল(বয়স ১৫ বছর) যার দায়িত্বভার আদালত আমার উপর অর্পণ করেন। গত ১০ই জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে নোটারি এফিডেভিট (IN-TR ২৮৭৩৮৪৭০০৬৮২৮২W)মূলে আমার ছেলে নবেন্দু পাল এর নাম নবেন্দু রায় বর্মন করা হয়।নবেন্দু পাল এবং নবেন্দু রায় বর্মন একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত

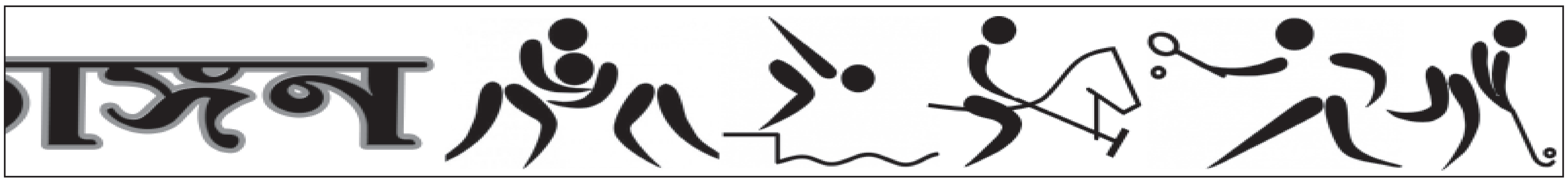

বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে আজ পুলিশ-নবোদয়, মৌচাক-কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এতদিনের প্রয়াস হয়তো আগামীকাল সার্থক হবে। প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে নবোদয় সংঘের। খেলা আগামীকাল। প্রতিপক্ষ পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। বেলা দুইটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের ২১ তম ম্যাচ।

উল্লেখ্য, পরপর পাঁচটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে তিন গোলে, বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে ১-৬ গোলে, কল্যাণ সমিতির কাছে দুই-পাঁচ গোলে, স্কাইলার্কের কাছে ২-৪ গোলে এবং মৌচাকের কাছে ২-৩ গোলে হেরে নবোদয় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। পুলিশ আর.সিও কিন্তু এখন প্রথম সাড়িতে নেই।

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
স্কাইলার্ক	৫	৪	০	১	১৩-৫	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	১	০	২৬-৯	১২
স্পোর্টস স্কুল	৫	৩	২	০	১৩-৯	০৯
মৌচাক	৫	২	০	৩	৮-৫	০৯
পুলিশ আর সি	৫	২	২	১	৯-৮	০৭
বীরেন্দ্র ক্লাব	৫	১	৩	১	১০-১৭	০৪
আরসিসি	৫	০	৩	২	২-১৪	০২
নবোদয় সংঘ	৫	০	৫	০	৭-২১	০০

প্রথম ম্যাচে মৌচাকের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র, তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে যথাক্রমে এনএসআরসিসি-কে ৩-১ গোলে এবং বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে দারুন ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুটি ম্যাচ যথাক্রমে স্কাইলার্ক এর কাছে ন্যূনতম গোলে এবং কল্যাণ সমিতির কাছে ২-৩ গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে।

আগামীকাল অবশ্যই লক্ষ্য রয়েছে জয়ে ফেরার।

আগামীকাল বিকেল চারটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় মৌচাক খেলবে কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। দু-দলের কাছেই এটি ৬ষ্ঠ ম্যাচ। মৌচাক এ পর্যন্ত দুইটি ম্যাচে জয়ী হয়ে তিনটিতে ড্র করে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ শীর্ষে রয়েছে।

কল্যাণ সমিতি রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে, পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয়ী হয়ে ১২ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে। প্রথম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৯-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে ২-৪ গোলে হেরে। কিন্তু তারপর ক্রমান্বয়ে তিন ম্যাচে যথাক্রমে নবোদয়কে পাঁচ-দুই গোলে, এনএসআরসিসি কে সাত গোলে এবং পুলিশ আর সি কে তিন দুই গোলে হারিয়ে কল্যাণ সমিতির ফুটবলারদের মনোবল এখন অনেকটা তুঙ্গে। আগামীকালও ইচ্ছে রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। মৌচাকের কাছেও কিন্তু রয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিকের হাতছানি। পূর্ববর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ৩-১ গোলে এবং নবোদয় সংঘকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে দারুণভাবে জয়ের মধ্যে রয়েছে।

অমরজিতের দুই গোল সত্ত্বেও জাতীয় ফুটবলে জম্মু-কাশ্মীরে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অমরজিতের দুই গোল কিছুটা মান রেখেছে ত্রিপুরার। তবে নিয়ম রক্ষার ম্যাচেও পরাজয় এড়ানো সম্ভব হলো না। ছয়-দুই গোলের বড় ব্যবধানে জম্মু-কাশ্মীর দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথমার্ধে ত্রিপুরার ছেলেরা জম্মু-কাশ্মীরকে একপ্রকার রুখে এক-এক গোলে ম্যাচ ড্র তে আটকে রাখলেও, দ্বিতীয়ার্ধে যেন ছন্দহীন খেলায় গোল হজমে বাধ্য হয়ে পড়ে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল তথা ডঃ বি সি রায় ট্রফি অনূর্ধ-১৭ ফুটবল আসরে ত্রিপুরা আজ, মঙ্গলবার গ্রুপ লীগে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে তথা নিয়ম রক্ষার খেলায় জম্মু-কাশ্মীরের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটের মাথায় শাহিল হোসেন

জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ : বি-গ্রুপ

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
জম্মু-কাশ্মীর	৪	৩	০	১	১৫-৫	১০
উত্তরাখন্ড	৪	১	১	০	৪-৩	০৯
গুজরাট	৪	২	২	০	৯-১১	০৬
মধ্যপ্রদেশ	৪	০	২	২	৪-৬	০২
ত্রিপুরা	৪	০	৩	১	৭-১৪	০১

ভাটের গোলে জম্মু-কাশ্মীর এক-শূন্যতে লিড নিলে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে অমরজিৎ দেববর্মা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা একটু অন্যরকম হয়। ৭ ও ১০ মিনিটের মাথায় জম্মু-কাশ্মীরের জিসান আনোয়ার ও মীর মুস্তাফা পরপর দুটো গোল করলে ৯ মিনিট বাদে অমরজিৎ আরও একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে ২-৩ করে নেয়। ত্রিপুরা দলের রক্ষণভাগ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লে জম্মু-কাশ্মীরের ছেলেরা যেন ঝাঁকিয়ে বসে। আবরার আলী বাবার দুই গোল এবং আজিম পারভেজের একটি গোল জম্মু-কাশ্মীরের পক্ষে গোল ব্যবধান বাড়িয়ে ৬-২ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ৬-২ গোলে জম্মু-কাশ্মীর দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে গ্রুপ লিগে অপরাজের ধারা অক্ষুন্ন রেখে চার ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষের স্বীকৃতি পেয়ে মাঠ ছাড়ে। এদিকে বেলা দুইটায় গ্রুপ লীগের অন্তিম ম্যাচে উত্তরাখন্ড ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে মধ্যপ্রদেশ কে পরাজিত করে চার ম্যাচ থেকে ৯ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ রানার্স হয়েছে।

প্যারিস অলিম্পিক—এর ১১তম দিনের সময়সূচী, নীরজের ইভেন্ট

প্যারিস, ৬ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক গেমসের ১১তম দিনে ভারতের সময়সূচী, দুপুর ১.৩০ মিনিট:টেবিল টেনিস: পুরুষদের টিম রাউন্ড অফ ১৬ - হরমিত দেশাই, মানব বিকাশ ঠক্কর এবং শরথ কমল। দুপুর ১.৫০ মিনিট:অ্যাথলেটিক্স: পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো কোয়ালিফিকেশন গ্রুপ এ --- কিশোর কুমার জেন্না।দুপুর ২.৫০ মিনিট:অ্যাথলেটিক্স: মহিলাদের ৪০০ মিটার (রিপেচেজ রাউন্ড)- কিরণ পাহাল।অপরাহ্ন ৩.০০ মিনিট:কুস্তি: মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০কেজি রাউন্ড অফ ১৬ --- ভিনেশ ফোগাট। অপরাহ্ন ৩.২০ মিনিট:অ্যাথলেটিক্স: পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো কোয়ালিফিকেশন গ্রুপ বি --- নীরজ চোপড়া।বিকেল ৪.২০ মিনিট:কুস্তি: মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০কেজি কোয়ার্টার ফাইনাল (যোগ্য হলে) --- ভিনেশ ফোগাট।রাত ১০.২৫ মিনিট:কুস্তি: মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০কেজি সেমিফাইনাল (যোগ্য হলে) --- ভিনেশ ফোগাট।রাত ১০.৩০ মিনিট:হকি: ভারত বনাম জার্মানি --- পুরুষদের সেমিফাইনাল --- হকি দল।

সুইডেন সফর শুরুর আগে ৬ অ্যাথলেটকে সংবর্ধনা ৯ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ৬ জন মাস্টার্স অ্যাথলেট সুইডেন সফরে রওয়ানা হচ্ছে ১০ আগস্ট। এত লেট দের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৯ আগস্ট। ২৬তম বিশ্ব মাষ্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাওয়া ৬ জন অ্যাথলেটকে। ওই দিন সন্ধ্যা ৬ টায় সেন্ট্রাল রোডস্থিত অভিজাত হোটেলে সংবর্ধনা জানানো হবে ওই অ্যাথলেটদের। ১৩-২৫ আগষ্ট সুইডেনের গুটেনবার্গে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব মাষ্টার্স অ্যাথলেটিক্সের আসর। ওই আসরে দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়ে পদক জয়ের জন্য নামবেন ত্রিপুরার জবা পাল দত্ত, শেফালী বর্ধন, মিতালী দেবনাথ, অর্চনা বণিক, মমতা নাথ এবং কাজল চন্দ্র দাস। ওই ৬ অ্যাথলেটকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পাশাপাশি অভিনন্দন জানানো হবে ওই দিন। এখবর জানান রাজ্য মাষ্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার যুগ্ম সচিব প্রণব অখন্ড।

ঘরোয়া সিনিয়র ফুটবলের প্রস্তুতিতে মগ্ন রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজধানী আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্ট শেষ হবার পরেই শুরু হবে রাখাল শীল্ড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্ট শেষ হবার পর শুরু হবে প্রথম ডিভিশন চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর। এবারের এই দুটি টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে রাজধানী আগরতলার রামকৃষ্ণ ক্লাব। রাখাল শিল্ড নক আউট ও লিগ কে সামনে রেখে মঙ্গলবার থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়লো রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা।

রামকৃষ্ণ ক্লাব গত বছর নক আউটে রার্নাস খেতাব দখল করেছিল। এবার লক্ষ্য সরাসরি ভালো খেলা ফুটবল উপহার দেওয়ার পাশাপাশি ট্রফি নিশ্চিত করা। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই জোরদার প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল দল। ক্লাবের প্রথম দিনের অনুশীলনে মনিপুরের ৭ জন ফুটবলারকে নিয়ে অনুশীলন শুরু করে কোচ কৌশিক রায়।আগামি ১-২ দিনের মধ্যে আসাম,মনিপুর কালিংপং ও রাজ্যের ৭ জন ফুটবলার অনুশীলনে যোগ দেবেন। তারপরই শুরু হবে পুরোদমে অনুশীলন। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলনের ফাঁকে এমনটাই জানালেন দলের প্রশিক্ষক কৌশিক রায়।

বর্ষসেরা হলেন টনি ক্রুস ও জাবি আলোনাসো

বার্লিন, ৬ আগস্ট (হি.স.): ইউরো জিততে না পারলেও জার্মানির জাতীয় দলের টনি ক্রুস এবার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পেয়েছেন।২০২৩-২৪ মরসুমের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ক্রুস। জার্মানির ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন ও ফুটবল ম্যাগাজিন কিকারের এই পুরস্কারটি দ্বিতীয়বারের মতো দিলেন টনি ক্রুসকে । ২০১৮ সালেও তিনি এই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বর্ষসেরা খেলোয়াড় হওয়ার জন্য যারা দাবিদার ছিলেন তারা হলেন -বেয়ার লেভারকুসেনের দুই ফুটবলার ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও গ্রানিত জাকা। ক্রুসের ২৮৫ ভোটের বিপরীতে জার্মানির ফরোয়ার্ড ফ্লোরিয়ান পেয়েছেন ২৪৬ ভোট আর সুইজ্যারল্যান্ডের মিডফিল্ডার জাকা পেয়েছেন ৬৬ ভোট। অন্যদিকে জার্মানির বর্ষসেরা কোচ হয়েছেন জাবি আলোনাসো। লেভারকুসেনকে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগা জেতান স্প্যানিশ কোচ। তার ৫০৩ ভোটের বিপরীতে হেইডেনহেইমের কোচ ফ্রাঙ্ক স্মিট ৫০ আর স্টুটগার্টের কোচ সেবাস্টিয়ান হোনেস পেয়েছেন ৪২ ভোট।

মঙ্গলবার হকির সেমি ফাইনালে ভারত - পশ্চিম জার্মানি মুখোমুখি

প্যারিস, ৬ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক হকিতে মঙ্গলবার ভারত মুখোমুখি হচ্ছে পশ্চিম জার্মানির। ভারতীয় হকি দল এবারের অলিম্পিকে যথেষ্ট নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। ভারত সেমি ফাইনালে উঠতেই ১৪০ কোটি ভারতবাসী উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় ম্যাচ শুরু হবে। অলিম্পিক টুর্নামেন্টে জার্মানির বিরুদ্ধে ভারতের পারফরম্যান্স: অলিম্পিক টুর্নামেন্টে ইতিপূর্বে জার্মানির বিরুদ্ধে ১২টি ম্যাচে ভারতীয় হকি দল পাঁচটিতে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে জার্মানি চারটে ম্যাচেই জয়লাভ করেছে। আর তিনটে ম্যাচ ড্র হয়েছে। তবে ভারত বনাম জার্মানি গত পাঁচটি ম্যাচের পরিসংখ্যান যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ভারত চারটে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে, জার্মানি জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচ।

মেয়েদের টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, বিকল্প ভেন্যুর কথা ভেবে রেখেছে আইসিসি

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): চলতি বছর অক্টোবরে বাংলাদেশে মহিলা টি---টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা।বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণে আইসিসিকে যদি বিশ্বকাপের ভেন্যু পাল্টাতে হয়, সে ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা আইসিসি ভেবে রেখেছে বলে জানিয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প দেশগুলো হতে পারে আরব আমিরাত, ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ৩ থেকে ২০ অক্টোবর, ১০টি দল নিয়ে মেয়েদের টি---টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা বাংলাদেশে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে আইসিসি এই বিকল্প ভেন্যুগুলির ব্যবস্থা করে রেখেছে।

অলিম্পিক টেনিস: তারুণ্যের বিপক্ষে অভিজ্ঞতার জয়

প্যারিস, ৬ আগস্ট (হি.স.): শেষ পরন্ত অভিজ্ঞতারই জয় হল। কার্লোস আলকারাজকে হতাশায় ডুবিয়ে অলিম্পিকে সোনা জয় করলেন নোভাক জোকোভিচ। সর্বোচ্চ ২৪টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক তার হীরকখচিত কেরিয়ারে এতদিন অলিম্পিকের সোনার পদকটাই গলায় জড়াতে পারেননি।সোমবার তা তিনি করলেন। তারুণ্যের বিপক্ষে অভিজ্ঞতা জয় হল।

অলিম্পিক ফুটবল: সোনার জন্য লড়াই করবে ফ্রান্স—স্পেন

প্যারিস, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ৪০ বছর পর ফ্রান্স অলিম্পিক ফুটবলের ফাইনালে উঠল। মিশরকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অলিম্পিক ফুটবলে ফাইনালে উঠল স্বাগতিক ফ্রান্স। জন ফিলিপ্পে মাতেতার জোড়া গোল ও মিশেল ওলিসের গোলে জয় পেয়েছে ফ্রান্স। এবার সোনার লড়াই। সেই লড়াইয়ে ফাইনালে তারা খেলবে স্পেনের বিরুদ্ধে।

স্পেন মরক্কোকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। এর আগে ফ্রান্স অলিম্পিকে সোনার পদক জিতেছিল ১৯৮৪ সালে। অর্থাৎ ৪০ বছর আগে। আবার সোনার পদক জেতার সুযোগ এসেছে ফ্রান্স দলের সামনে। আর স্পেনও অলিম্পিকে সব শেষ সোনার পদক জিতেছিল ৩২ বছর আগে, ১৯৯২ সালে। টোকিও অলিম্পিকের ফুটবলের ফাইনালেও উঠেছিল তারা। তারা হেরে যায় ব্রাজিলের কাছে। আগামী শুক্রবার ফাইনাল। আর তৃতীয় স্থানের জন্য মিশর ও মরক্কো খেলবে আগামী বৃহস্পতিবার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লেক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মঙ্গলবার প্রদেশ কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, প্রদেশ প্রভারী ডাঃ রাজদ্বীপ রায় জির উপস্থিতিতে সকল প্রদেশ পদাধিকারী এবং সমস্ত মোর্চার সভাপতিদের নিয়ে আয়োজিত এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্রের পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী তরু ভূষণ রুদ্র(৮৩) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার ভোরে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াতের বাড়ি গোমতী জেলার কাকড়াবন।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য কমিটি সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগে গভীর শোক ব্যাক্ত করেছে এবং প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

বেহাল রাস্তার জেরে ভোগান্তির শিকার এলাকাবাসী সহ যান চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৬ আগস্ট: গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রামনগর বাজারের রাস্তাঘাটের বেহাল দশার কারণে নাজেহাল পথ চলতি মানুষ, ড্রাইভার ও ব্যবসায়ী মহল। গন্ডাছড়া মহকুমার কালাজারি এলাকার রামনগর বাজারের রাস্তা এবং বাজারের আশপাশ এলাকা গত কিছুদিন আগে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে পুরোটাই কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

বাজারের মাঝখানে রাস্তায় জল জমে গিয়ে যে ব্রিক সলিং ছিল সেই ইটগুলি উঠে গিয়ে হাটু সমান গর্তের ফলে যান চালক সহ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এবং বাজারে ব্যবসা করতে আসা দোকানিদের মধ্যে চরম অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

উক্ত রামনগর বাজারের হাটবার বসে মঙ্গলবারে, সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ব্যবসায়ীরা রাস্তার আশেপাশে দোকানপাট খোলে আর রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে যানবাহন চলাচলের সময় যেমনটা যান চালকদের অসুবিধা হয় তেমনি কোন সময় সেই গাড়ির চাকার কাদা যুক্ত মাটি দোকানে আছড়ে পরে বা কোন সময় গায়ে এবং মুখে। আর কোন কোন দোকানীরা সে কাদাযুক্ত মাটিতে কোনোমতেই পলিথিনের উপর তাদের দোকানপাট চালিয়ে যান।

বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্রেতাদের ও তাদের প্রয়োজনীয় হাট-বাজার করতে ব্যাপক অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়। এবং বাজারের পাশেই রয়েছে রামনগর হাই স্কুল। স্কুলে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা এই রাস্তার বেহাল দশার কারণে বৃষ্টি হলেই স্কুলমুখী হতে পারে না। রাস্তাটি অতিদ্রুত সংস্কারের দাবি উঠেছে।

ধর্মনগরে আটক সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশি তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ আগস্ট: বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে ধর্মনগরে সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশী তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিক আটক করেছ বিএসএফ। তাদেরের মধ্যে একজনের কাছ থেকে ভুয়ো প্যান কার্ড পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুর আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ পানিসাগর বিএসএফ সেক্টর অফিসের সাদা পোশাকের জওয়ানরা ধর্মনগর আইএসবিটি এলাকার এক টমটম থেকে সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশী কিন্নরকে আটক করে। পরবর্তীতে তাদের পানিসাগর বিএসএফ সেক্টর অফিসে নিয়ে যায় জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশী কিন্নরের কাছ থেকে একজনের নামে ভারতীয় প্যান কার্ড পাওয়া গেছে। যার নাম প্রমা চৌধুরী। অপরজনের পরিচয় পাওয়া যায় নি।তবে উদ্ধারকৃত প্যান কার্ডটি ভুঁয়ো বলেই বিএসএফ জওয়ানদের প্রাথমিক ধারনা। যদিও গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে বাংলাদেশী নাগরিক চিহ্নিত হলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা।

এদিকে টমটম চালক জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে কুমারঘাট থেকে একটি ম্যাক্স গাড়ি করে ঐ দুই কিন্নর ধর্মনগর কোপারেটিভ ব্যাংকের সামনে নেমেছিলেন। তারপর তার টমটমে উঠে আইএসবিটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে। তারা করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। তবে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে সীমান্ত শহর ধর্মনগরে সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশী কিন্নর আটকে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৮ আগস্ট যেসব এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে

আগরতলা, ৬ আগস্ট রাজ্যের যেসব এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে অবস্থানকারী সমস্ত সরকারি দপ্তর, ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল কোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ৮ আগস্ট, ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) বন্ধ থাকবে। পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচনে ভোটারগণ যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১৩৫বি ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যে সমস্ত এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে থাকা শিল্প প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি আইন ১৯৪৮-এর আওতায় থাকা ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মচারিগণের জন্য ৮ আগস্ট, ২০২৪ সবেতন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে অথবা অধিগৃহীত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরত কোনও ভোটার যদি যে সমস্ত এলাকায় ভোট হচ্ছে সেখানে না থেকে রাজ্যের অন্যান্য অংশে অবস্থান করেন তাদের ক্ষেত্রে স্পেশাল ক্যাজয়েল লিভ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে যে স্থানে ভোট হচ্ছে ঐ এলাকার বাইরে থাকা ক্যাজয়েল / দৈনিক হাজিরার কর্মীগণ ৮ আগস্ট, ২০২৪ সবেতন ছুটির আওতায় আসবেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১৩৫বি (১) ধারা অনুযায়ী তারা এ সুযোগ ভোগ করবেন। তবে যে সমস্ত কর্মচারির অনুপস্থিতিতে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার সমূহ বিপদ বা ক্ষতি হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার এক বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: খয়েরপুর বিজয় সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করল পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ স্থানীয় জনগণেরা লক্ষ্য করেন এলাকার একটি শ্মশানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন ওই বৃদ্ধ। তিনি ভবঘুরে বলেই দাবি এলাকাবাসীদের। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের বিরুদ্ধে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তার। তবে কে বা কারা এই বৃদ্ধকে এভাবে আঘাত করেছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ওই ব্যক্তি নিজেও কিছু বলতে পারছে না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্যোগ বাংলাদেশে সনাতনী সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে মানববন্ধন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সহ ইসকন মন্দিরের সাধুসন্তরা।

প্রতিবাদ কর্মসূচির উদ্যোক্তারা জানান, বাংলাদেশে যে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। হিন্দুদের উপর সেখানে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে অত্যন্ত ভয়-ভীতি পূর্ণ পরিস্থিতিতে হিন্দুরা বাংলাদেশে বসবাস করছেন। তাদের জীবন সংকট সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন মানববন্ধন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করেছে ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তর জেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ আগস্ট: ৮ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাথে উত্তর জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংগঠিত হতে চলেছে। মানুষকে সার্বিক নিরাপত্তা দিতে এবং নির্ভয়ে মানুষ যাতে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য উত্তর জেলা পুলিশ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উত্তর জেলায় সিআরপিএফ, এসএসবি, বিএসএফ, ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেলসের জওয়ানরা এবং রাজ্য পুলিশের জওয়ানরা বিভিন্ন এলাকায় শুধুমাত্র পোলিং স্টেশনগুলিতে নয় অন্যান্য জায়গায় মানুষের নিরাপত্তা এবং নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য সাহায্য প্রদান করে যাবে। মোট ৩৪৭ টি পোলিং স্টেশনে উত্তর ত্রিপুরায় ভোটগ্রহণ করা হবে।

পোলিং স্টেশনের পাশাপাশি স্পর্শকাতর এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীরা থাকবে। তার পাশাপাশি তিনি আবেদন জানান পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশে একটা অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাই কোন কিছু পেলেই মানুষ যাতে পোস্ট না করে। একটু ভেবেচিন্তে দেখে সঠিক কিনা। আমরা শান্তিপ্রিয় দেশের ঐক্য শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষপাতী। তাই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর পোস্ট না করার জন্য জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে আহ্বান জানান।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোনামুড়ায় বাম ও কংগ্রেসের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ আগস্ট: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সরব প্রচারের শেষ লগ্নে সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত শ্রীমন্তপুর , রবীন্দ্রনগর সোনাপুর এবং শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রেলি সংঘটিত করল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম। এদিনের যত রেলিতে কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি আশীষ সাহা, সিপিএমের পক্ষে ছিলেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী।

এদিন প্রচারের পূর্বে তিনি সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন এবং সদ্য দল থেকে অভিমানবশত পদত্যাগের পথে যাওয়া ২ জেলা কংগ্রেস সদস্য মনির হোসেন এবং কবির হোসেনকে পুনরায় দলে সংযুক্ত করে আগামী দিনে দলের পক্ষে লড়াইয়ে সামিল হওয়ার কথা জানান। পাশাপাশি তিনি সমগ্র ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটে অংশ নিতে আহ্বান জানান।

রাতের আধারে চোরের থাবা, স্বর্ণালংকার সহ নগদ অর্থ নিয়ে গেছে চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ আগস্ট: মঙ্গলবার গভীর রাতে কৈলাসহর স্বরদপানন্দ সরণি এলাকায় একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করে চোরের দল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা অনিমা সাহা নামে এক মহিলার বাড়িতে চোরের দল প্রবেশ করে স্বর্ণালংকার সহ নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়। চোরের দল প্রথমে একটি জানালা ভেঙ্গে উনার ঘরের ভেতর প্রবেশ করে স্বর্ণালংকার সহ নগদ অর্থ নিয়ে চুরি করে যায়। তবে কতটুক স্বর্ণালংকার চোরের দল চুরি করে নিয়ে গেল বা কত টাকা চুরি করল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। অনিমা সাহা সংবাদ মাধ্যমকে জানান উনার ছেলে একজন ব্যাংক কর্মী, গত রবিবার উনার ছেলে এবং উনার ছেলের স্ত্রী চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবাংলায় যায়, যার কারনে অনিমা সাহা, উনার আরেক ছেলের বাড়িতে চলে যান।

সেই একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করে চোরের দল, মঙ্গলবার সকাল বেলা অনিমা সাহা, উনার ঘরে এসে জিনিসপত্র এলোমেলো দেখতে পেরে উনার ছেলেকে খবর পাঠালে উনার ছেলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং উনারা তখন বুঝতে পারেন যে উনাদের ঘরে চোরের দল চুরি-কাণ্ড সংগঠিত করেছে। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে গোটা এলাকায়।

বেহাল রাস্তার জেরে ভোগান্তির শিকার এলাকাবাসী সহ যান চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৬ আগস্ট: গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রামনগর বাজারের রাস্তাঘাটের বেহাল দশার কারণে নাজেহাল পথ চলতি মানুষ, ড্রাইভার ও ব্যবসায়ী মহল। গন্ডাছড়া মহকুমার কালাজারি এলাকার রামনগর বাজারের রাস্তা এবং বাজারের আশপাশ এলাকা গত কিছুদিন আগে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে পুরোটাই কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

বাজারের মাঝখানে রাস্তায় জল জমে গিয়ে যে ব্রিক সলিং ছিল সেই ইটগুলি উঠে গিয়ে হাটু সমান গর্তের ফলে যান চালক সহ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এবং বাজারে ব্যবসা করতে আসা দোকানিদের মধ্যে চরম অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

উক্ত রামনগর বাজারের হাটবার বসে মঙ্গলবারে, সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ব্যবসায়ীরা রাস্তার আশেপাশে দোকানপাট খোলে আর রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে যানবাহন চলাচলের সময় যেমনটা যান চালকদের অসুবিধা হয় তেমনি কোন সময় সেই গাড়ির চাকার কাদা যুক্ত মাটি দোকানে আছড়ে পরে বা কোন সময় গায়ে এবং মুখে। আর কোন কোন দোকানীরা সে কাদাযুক্ত মাটিতে কোনোমতেই পলিথিনের উপর তাদের দোকানপাট চালিয়ে যান।

বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্রেতাদের ও তাদের প্রয়োজনীয় হাট-বাজার করতে ব্যাপক অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়। এবং বাজারের পাশেই রয়েছে রামনগর হাই স্কুল। স্কুলে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা এই রাস্তার বেহাল দশার কারণে বৃষ্টি হলেই স্কুলমুখী হতে পারে না। রাস্তাটি অতিদ্রুত সংস্কারের দাবি উঠেছে।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট : ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আজ সরব প্রচার সাঙ্গ হবে। আর সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদলের প্রচার তুঙ্গে। আজ প্রচারের শেষ দিনে ৮ এবং ৯ নং বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে রানিরবাজার ক্যাটাল মার্কেট থেকে এক বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের বাইক মিছিলটি রানিরবাজারের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে। এদিনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিজেপি প্রার্থী শিবায়ন দাশ মঞ্জু দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের প্রায় ৫০০০টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছক। আজ প্রচারের শেষ দিন এবং ৮ আগস্ট রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১২ আগস্ট ফলাফল ঘোষণা হবে। ফলাফল ঘোষণার দিন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়জয়কার হবে।

বাংলাদেশ নিয়ে তোপ হিন্দি টিভি-র অভিনেত্রী মধুরার

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তি ভাঙার দৃশ্য দেখে বাংলাদেশের ছবি ভিডিও শেয়ার করেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন হিন্দি টেলিভিশনের অভিনেত্রী মধুরা নায়েক। মহিলাদের অন্তর্বাস নিয়ে উল্লাসরত অবস্থায় এক ব্যক্তির ছবি-সহ দুটি ভিডিও মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন মধুরা।এই পোস্টের ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, “এটা ছাত্র আন্দোলন? বিকৃত মানসকিতার লোকেদের এটাই আসল চেহারা এবং তাদের চরিত্র! হিন্দুদের মন্দির, ঘরবাড়ি, ইসকন সেন্টারও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার মূর্তি অপবিত্র করা হয়েছে। সেন্টারে থাকা তিন ভক্ত তো কোনওমতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়েছেন। আওয়ামী লিগের দুই হিন্দু গণপিটুনির শিকার। কোটা বিরোধী বিক্ষোভ এক বিক্ষোভ হিন্দু বিরোধিতার রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশে ইসালমিক আগ্রাসন নিয়ে এখনও কি সন্দেহ আছে?” ২০০৭ সাল থেকে হিন্দি টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত মধুরা। ‘নাগিন’, ‘কসৌটি জিন্দেগি কে’, ‘উত্তরণ’, ‘তুমহারি পাখি’র মতো একাধিক সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘গুড বয়, ব্যাড বয়’, ‘প্যায়ার ইমপসিবল’-এর মতো সিনেমা রয়েছে চল্লিশ বছরের অভিনেত্রীর ঝুলিতে।

বৈঠক নিগমের কনফারেন্স হলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: ভারত এবং রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হবে। আজ নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বৈঠকে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি বলেন, গত বছরের ন্যায় এবছর ও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পদলন করা হবে। মূলত এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আজকের এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন দিন হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সেই বিষয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক আলোচনা করা হয় এ বৈঠকে। এছাড়াও আগরতলা শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে বলে জানান তিনি। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2024.pmd 2 8/7/2024, 1:24 AM